প্রথম খণ্ড

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

পাদত্রাণাবলম্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

[ভিক্ষা—১।৷০ টাকা

প্রকাশক—

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

আদি সংস্করণ—১৯৫০

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত

গ্রন্থ তালিকাঃ—

১। SHRI CHAITANYA MAHAPRABHU
(His Life and Precepts) Price Re. 1/- only.

২। শরণাগতি— ভিক্ষা ।৵০ ছয় আনা

৩। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (মাসিক)—বাৎসরিক ৪৲, প্রতিসংখ্যা ॥০ আনা

৪। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী— ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা

ইত্যাদি

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

২। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী
৩৩।২, বোসপাড়া লেন (কলিকাতা—৩)

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ
সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ (বর্দ্ধমান)
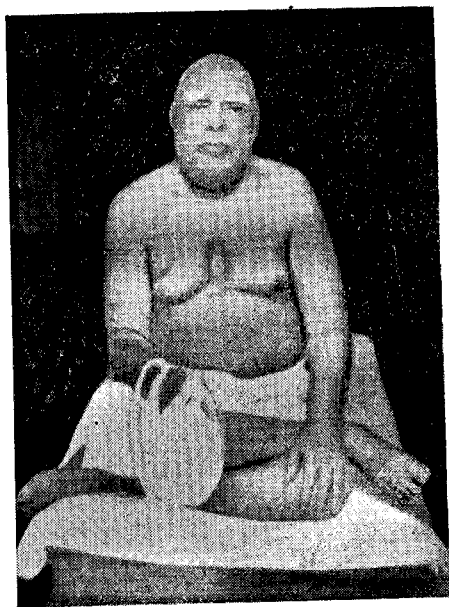
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে **বৈভব**।

(কল্যাণকল্পতরু)

নিবেদন

প্রবন্ধের আদি ও কাল

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল পূর্ব্বে এই প্রবন্ধগুলি শ্রীল ঠাকুরের নিজ-সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এই গ্রন্থের সূচীপত্রে প্রত্যেকটী প্রবন্ধ-প্রকাশের কাল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যথাসম্ভব নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম আটটী প্রবন্ধ আমরা 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়' প্রকাশ করিয়াছিলাম, শ্রীপত্রিকা-পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন। সাময়িক পত্রিকায় বা গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে প্রকাশিত সংবাদ বা প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির প্রয়োজনীয়তা যেরূপ তাৎকালিক, ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত প্রবন্ধগুলি সেরূপ নহে। ইহা ত্রিকাল-দর্শী পরম মুক্ত শাস্ত্রকারগণের বাক্যের ন্যায় চিরসত্য, নিত্যসত্য এবং সর্ব্বকাল প্রয়োজনীয়। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধ হইবে—ইহা কখনও পুরাতন হইবার নহে।

উদ্দেশ্য

মায়া-কবলিত জীবের অবস্থা দিন দিন যেরূপ ব্যাপকভাবে নিম্ন-গামী হইতেছে, ঠাকুরের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ মহাজন তাহা পূর্ব্ব হইতেই দর্শন করিয়া তাহার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের নিত্য মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার উপদেশ-নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধগুলিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহা পাঠ করিলে মনে হইবে, সদ্য-সদ্য কোন ঘটনাসমূহের বা মানবের মনোবৃত্তিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার শোধন করিবার জন্যই ইহা রচিত হইয়াছে।

ভাষার তুলনা ও বৈশিষ্ট্য

প্রবন্ধের ভাষার বৈশিষ্ট্য অতীব চমৎকার। অত্যন্ত গভীর হইতেও সুগভীর তত্ত্বসমূহ এত সরল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারেন। সাধারণতঃ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষার গুরুত্ব ও জটিলতা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু ঠাকুরের ভাষা সে স্বভাব অতিক্রম করিয়াছে। আমরা সুধী পাঠক-বর্গকে এস্থলে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংসকুল-মুকুটমণি **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** লিখিত প্রবন্ধাবলীর ভাষার সহিত তুলনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল ঠাকুরের ভাষার কাঠিন্যে ও সরলতায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইলেও তাহার বিচার-আচার, সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি ও তাৎপর্য্য-মাধুর্য্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষা দূর হইতে দৃষ্টি করিলে মনে হয়, সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাকার-বেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাহার আবার লৌহ-নির্ম্মিত প্রচণ্ড প্রবেশ-দ্বার। কোনও প্রকারে যেন তাহাতে প্রবেশ করিবার শক্তি নাই। কিন্তু যতই নিকটস্থ হইয়া সে-বাণীর প্রকৃত একনিষ্ঠ প্রহরীর নিকট গমন করা যায়, ততই তাঁহার কৃপায় প্রকৃত মাধুর্য্যাদি দৃঢ়রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত কঠিন হইলেও একটী অভাবনীয় ও অভিনব গুণ এই যে, সে-ভাষার বক্তব্য ভাব ও বিষয় খুব সুস্পষ্ট এবং তাহার দ্বারা পাঠক অন্যপ্রকার ধারণা করিতে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবেন না। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষা অত্যন্ত সরল ও সহজ হইলেও পাঠক অনেক সময়েই লেখকের হৃদ্গত ভাব ধরিতে না পারিয়া ভুল বুঝিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধক ও পাঠকের পক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারা চিনিয়া লওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার।

আমরা তজ্জন্য ঠাকুরের প্রবন্ধাবলীর প্রত্যেকটী প্রবন্ধের অন্তর-নিহিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট অক্ষরে ক্ষুদ্র 'শিরোনামা'য় প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক আবশ্যক বোধ না করিলে ইহা বাদ দিয়াও পাঠ করিতে পারেন।

প্রবন্ধের ক্রম ও পর্য্যায়

পারমার্থিক তত্ত্ববিচারে, সাধারণ মূর্খ-ব্যক্তির অবিদ্যা-বিদূরিত মোক্ষ অপেক্ষা মায়া-গন্ধহীন ভগবৎসেবা বা প্রীতিরই অনন্ত-গুণ শ্রেষ্ঠত্ব আছে—ইহা পারমার্থিক নিত্যসত্য—পণ্ডিত-জীবমাত্রই স্বীকার করেন। সুতরাং ভগবৎসেবা বা ভগবৎ-প্রেম-লাভের ক্রম-বিচারপূর্ব্বক ঠাকুরের প্রবন্ধগুলি যথাসম্ভব পর্য্যায়ানুসারে সজ্জিত করা হইয়াছে। শাস্ত্রকর্ত্তা শ্রীল রূপপাদ উক্ত ক্রম-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থের পূর্ব্ব-বিলাস ৪র্থ লহরীর ১০ম শ্লোকে জানাইয়াছেন—

> আদৌ **শ্রদ্ধা** ততঃ **সাধুসঙ্গো**ঽথ **ভজনক্রিয়া**।
> ততো**ঽনর্থনিবৃত্তিঃ** স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
> অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ **প্রেমা**ভ্যুদঞ্চতি।
> সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধে **শ্রদ্ধা**; পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবন্ধে **সাধুসঙ্গ**; সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রবন্ধে **সাধুসঙ্গ**প্রভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞান; দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ প্রবন্ধে অভিধেয়-রূপ **ভজনক্রিয়া** ও তৎপ্রভাবে **অনর্থ-নিবৃত্তি**; পঞ্চদশ-ষোড়শ প্রবন্ধে প্রয়োজন-স্বরূপ ক্রমপথে নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-ভাবোদয়ে **প্রেমভক্তি**-সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সমুদায় শাস্ত্রই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা ইহা বজায় রাখিয়া প্রবন্ধগুলি পর পর সাজাইতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুধী পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

লেখনী ও জীবনী একই

প্রবন্ধ-লেখকের একটী বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখানে পাঠক-গণকে জানাইতে চাই। তিনি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইলেও তাহার প্রভাবে তিনি কখনই প্রভাবান্বিত হন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—"আমি যাহা করি, তাহা তোমরা করিও না, যাহা বলি তাহাই করিবে"। ঠাকুর তাঁহার বিবিধ গ্রন্থে ও প্রবন্ধে ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তিনি নিজে যাহা আচরণ করিতে পারিতেন না, তাহা কখনই লিখিতেন না। সুতরাং তাঁহার লেখনী ও জীবনী একই।

কতিপয় গ্রন্থ-পরিচয়

ঠাকুরের বহু প্রবন্ধের মধ্যে ষোলটী প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধগুলি জনসাধারণের হিতের জন্য সাধারণ বিচারের উপর লিখিত হইলেও, ঠাকুরের রচিত নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ সাধন-ভজনোচিত শতাধিক অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ সকলকে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। যথা—

(১) **সংস্কৃত**—(১) দত্তকৌস্তুভম্, (২) শ্রীভজন-রহস্যম্, (৩) বৌদ্ধ-বিজয়-কাব্যম্, (৪) শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, (৫) শ্রীমদাম্নায়-সূত্রম্, (৬) তত্ত্ব-বিবেকঃ, (৭) তত্ত্ব-সূত্রম্, (৮) শ্রীগৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্, (৯) শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা, (১০) শিক্ষাদশমূলম্, (১১) স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্, (১২) বেদান্তাধিকরণমালা ইত্যাদি।

(২) **বাঙ্গলা (গদ্য)**—(১) জৈবধর্ম্ম, (২) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, (৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, (৪) প্রেম-প্রদীপ, (৫) শ্রীহরিনাম, (৬) শ্রীগীতা-ভাষ্য, (৭) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-ভাষ্য, (৮) বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা,

(৯) সজ্জনতোষণী (পত্রিকা), (১০) অর্থ-পঞ্চক, (১১) শ্রীরামানুজের উপদেশ, (১২) প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি।

(৩) **বাঙ্গালা (পদ্য)**—(১) শরণাগতি, (২) কল্যাণ-কল্পতরু, (৩) গীতাবলী, (৪) গীতমালা, (৫) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, (৬) হরিকথা, (৭) শুম্ভ-নিশুম্ভ-যুদ্ধ, (৮) বিজন-গ্রাম, (৯) সন্ন্যাসী, (১০) শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য, (১১) শ্রীনবদ্বীপ-ভাব-তরঙ্গ, (১২) শোক-শাতন ইত্যাদি।

(৪) **ইংরাজী**— (1) Bhagabat—Its Philosophy, Ethics and Theology, (2) Shri Chaitanya Mahaprabhu : His Life and Precepts, (3) Thakur Haridas, (4) Temple of Jagannath, (5) Maths of Orissa, (6) Monasteries of Puri, (7) Personality of Godhead, (8) Our Wants, (9) Speech on Gautama, (10) Reflections, (11) A Beacon Light, (12) Poried etc.

লেখকের জীবন :—

(ক) আবির্ভাব ও তিরোভাব

যাঁহার প্রবন্ধের এত মহিমা, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পাঠকবর্গ সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। বিশেষতঃ লেখকের পরিচয় না পাইলে তাঁহার প্রবন্ধের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা ও রুচি হওয়া স্বাভাবিক নহে। তজ্জন্য তাঁহার অতিমর্ত্ত্য জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি।

অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ মনুষ্যের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি-কালের ন্যায় বিচার করিলে চলিবে না। কারণ মহাপুরুষগণ জন্ম-মৃত্যুর অতীত। তাঁহারা নিত্যকাল অবস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের আবির্ভাব-তিরোভাবই কেবল লক্ষ্য করা যায়। বিগত **১২৪৫ বঙ্গাব্দের** ১৮ই চৈত্র, ইংরাজী ১৮৩৮

খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, রবিবার, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের অনতিদূরে **বীরনগর গ্রামে আবির্ভূত** হইয়া গৌড়ীয়-গগণ প্রোদ্ভাসিত করেন এবং বিগত **১৩২১ সালের** ৯ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন **কলিকাতা মহা-নগরীতে তিরোহিত** হইয়া শ্রীগৌড়ীয়ের পরমোপাস্য শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের মধ্যাহ্নিকী লীলায় প্রবেশ করেন।

(খ) ঠাকুরের গুণাবলী

জগতের সৌভাগ্যে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের করুণাময়ী ঔদার্য্য-লীলা প্রায় ৭৬ বৎসর কাল লোকলোচনের সমক্ষে প্রকটিত ছিল। এই অল্পকাল মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত গুণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাদেরই কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। মাদৃশ ভবান্ধ-কূপ-পতিত জীবের একমাত্র উদ্ধার-কর্ত্তা পরমহংসকুল-চূড়ামণি জগদ্গুরু **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা প্রকাশ-উদ্দেশ্যে তাঁহার গুণাবলী যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণের অভিনয় করিয়া সেই ধারায় ঠাকুরের গুণাবলীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি। ঠাকুরের ন্যায় হরিভক্তে যাবতীয় গুণই পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, **সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে** সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত শ্লোক অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে।

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন—
১ কৃপালু, ২ অকৃতদ্রোহ, ৩ সত্যসার, ৪ সম।
৫ নির্দ্দোষ, ৬ বদান্য, ৭ মৃদু, ৮ শুচি, ৯ অকিঞ্চন॥
১০ সর্ব্বোপকারক, ১১ শান্ত, ১২ কৃষ্ণৈকশরণ।
১৩ অকাম, ১৪ নিরীহ, ১৫ স্থির, ১৬ বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
১৭ মিতভুক্, ১৮ অপ্রমত্ত, ১৯ মানদ, ২০ অমানী।
২১ গম্ভীর, ২২ করুণ, ২৩ মৈত্র, ২৪ কবি, ২৫ দক্ষ, ২৬ মৌনী॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭২, ৭৪-৭৭)

ঠাকুর—উক্ত গুণসমূহে গুণী মহাজন। আমরা উহার প্রত্যেকটী গুণ আলোচনা করিয়া ঠাকুরের কিরূপ জীবন, তাহা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিব।

(গ) ঠাকুরের গুণাবলীর বিশ্লেষণ

(১) **কৃপালু**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-গৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জীবমাত্রেরই প্রতি পরম কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাদের নিত্য কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে **জৈবধর্ম্ম**, শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়াছি। তিনি জীব-সাধারণের জন্য অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির প্রশ্রয় না দিয়া সকলকে অসৎ ও অনিত্য কল্যাণ-লাভের পথ হইতে রক্ষা করিতেন। ঐহিক ও পারমার্থিক চেষ্টা পরস্পর পৃথক্। পরমার্থই জীবের প্রয়োজন—উহা ভক্তি ব্যতীত লাভ হইতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিসাধন করার জন্য ধর্ম্মের নাম করিয়া **দেব-দেবীর পূজা অবৈধ** ও নিত্য মঙ্গল-লাভের পরিপন্থী। ইহাই ছিল ঠাকুরের সুদৃঢ় শিক্ষা—

বাসুদেবে ছাড়ি' যেই **অন্য-দেবে** ভজে।
ঈশ্বর ছাড়িয়া সেই সংসারেতে মজে॥
'অতএব পূজি বিষ্ণু, অন্য-দেব ত্যজি'॥
মায়াবাদি-মতে পিতৃ-শ্রাদ্ধ যেই করে।
যেবা **অন্য-দেব পূজে অপরাধে মরে**॥

(শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি)

বহু **দেবদেবী**-পূজা **করিবে বর্জ্জন**।
নিষ্ঠা করি' ভজ ভাই গৌরাঙ্গ-চরণ॥
অন্য-দেবদেবী কভু না কর ভজন॥

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—৪)

অন্য-বাঞ্ছা, **অন্য-পূজা**, ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮)

অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান, কর্ম্ম পরিহরি', কায়-মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা, **না পূজিব দেবী-দেবা**, এই ভক্তি পরম কারণ॥

(শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—২)

(২) **অকৃতদ্রোহ**—ঠাকুর ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর ন্যায় কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া, তাঁহার ভজন-পথের অত্যন্ত বিরোধী পাষণ্ড ব্যক্তির প্রতিও কোনপ্রকার দ্রোহাচরণ না করিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিতেন। পুরী-সহরে পরলোকগত জনৈক ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া অপরাধফলে অত্যন্ত কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ঠাকুর মহাশয় অপ্রত্যাশিতভাবে স্বীয় ভজনস্থলী "ভক্তিকুটী" হইতে বহু দূরবর্ত্তী উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তৎকৃত হিংসা-দ্বেষাদি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কৃপা করিবার জন্য তাহার শয্যা-

পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে, সেই অপরাধী সজল-নয়নে ঠাকুরের চরণে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করা মাত্রই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এইরূপে ঠাকুর অকৃতদ্রোহ-আচরণের আদর্শ প্রদর্শন করেন।

(৩) **সত্যসার**—পুরী-সহরস্থিত অন্য আর একটী ঘটনায় আমরা তাঁহার সত্যপ্রিয়তার, সত্যসংরক্ষণে নির্ভীকতার ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইতেছি। একদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত পুরী-সহরের 'উড়িয়া-মঠের' একজন মহান্ত তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন না করিয়াই তথাকার কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে কিছু অর্থাদি উৎকোচে বশীভূত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। তখন একমাত্র ঠাকুরই তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ-মূলা অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্যের প্রশমন করেন।

(৪) **সম**—অধিক উচ্চে উঠিলে নিম্নতলস্থ উঁচু-নীচু দ্রব্যগুলি **করণাপাটব-হেতু** যেমন **সম** দৃষ্ট হয় অর্থাৎ পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিলে তাহার পাদদেশস্থ উন্নত ও অনুন্নত বিষম বিটপীশ্রেণী, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অপটুতাহেতু যেমন সম বলিয়া মনে হয়, ঠাকুরের দ্বিতীয়াভি-নিবেশ-রহিত অদ্বয়-জ্ঞান-জনিত অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে সেরূপ **বিষম সম-দর্শন স্থান পায় নাই**। তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে বিরাট্ হস্তী ও ক্ষুদ্র পিপীলিকার হৃদয়স্থ শুদ্ধ সনাতন জীবাত্মার একই স্বভাবে অবস্থিতি অবলোকন করায় বৈষম্য-দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বি-স্বরূপ **শুদ্ধ সম-জ্ঞান-**সম্পন্ন। তিনি অশ্ব-গোখর-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণাদি সকলেরই বাহ্য পোষাক পরিহিত, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ দেখিবার পরিবর্ত্তে, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—এই জ্ঞান করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। হরিসম্বন্ধী বস্তু ও মায়া-সম্বন্ধী বস্তুকে কখনই সমন্বয় করিতে গিয়া তিনি এক করিয়া ফেলেন নাই।

(৫) **নির্দ্দোষ**—ঠাকুর—প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ। কলি-পঙ্কের দুর্গন্ধ কোনও দিনই তাঁহার পবিত্র চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি বেঙ্গল-সিভিল-সার্ভিসের উচ্চ-পদস্থ শাসক ও বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহাকে কেহ কোনও প্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কোন পাপ-কার্য্যের বা দুর্নীতির অনুমোদন করাইয়া লইতে পারে নাই। এমন কি, পরলোকগত নাট্যবিশারদ—ঘোষ মহাশয় তাহার নিজ-রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটকখানি প্রথম অভিনয় করিবার সময়, তাঁহাকে সভাপতি-স্বরূপ সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি তাহাতে বাহ্যতঃ প্রচুর সম্মান-লাভের প্রলোভন থাকিলেও, তাহা হেলায় উপেক্ষা করিয়া জগৎকে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম ও শুদ্ধ আচার-সম্বলিত শুদ্ধা ভক্তির অশেষ পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া নির্দ্দোষ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। "বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র।"

(৬) **বদান্য**—ঠাকুর—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির প্রেম-প্রদান লীলার প্রধান সহায়ক। তজ্জন্য তিনিও মহাবদান্য। সাধারণ মিশন ও সঙ্ঘগুলির ন্যায় অস্থায়ী, অনিত্য, দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ-বিনাশ উদ্দেশ্যে তিনি কোনও প্রকারেই সময় নষ্ট করিতেন না; পরন্তু আত্মার বদ্ধদশা-প্রাপ্তিই উক্ত ক্লেশসমূহের মূল কারণ জানিয়া তাহারই মোচনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন।

(৬) **মৃদু**—ঠাকুর—ভক্তিবিরোধ-দলনে যেরূপ বজ্রের ন্যায় কঠোর, অপরদিকে ভক্তির অনুকূল কার্য্যের লেশমাত্র দর্শনে কুসুম অপেক্ষাও মৃদু। তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের কঠোর, নীরস, শুষ্ক ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা বদ্ধ জীবগণকে অযথা কষ্ট দিতে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। পক্ষান্তরে তিনি শুদ্ধা ভক্তির কোমল, সরল, আর্দ্র ও সরল সাধনের

কথা সকলকে জানাইয়া মৃদু স্বভাবের পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৮) **শুচি**—ঠাকুর মহাশয় নিত্যকাল হরিভজনে রত থাকায় নিত্য শুচি। জন্ম-মরণের অশৌচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। "মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।" কৃষ্ণভজনই শুচি হইবার প্রধান লক্ষণ। মায়া বা প্রাকৃতাভিনিবেশই অশুচি। কর্ম্মের দ্বারা ও জ্ঞানের দ্বারা ইহা দূর হয় না। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—এই গীতার ও "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"—ভাগবতের এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। ঠাকুর এ'জন্য অশৌচ পথ হইতে চিরদিনই পৃথক্ থাকায় নিত্য শুচি।

(৯) **অকিঞ্চন** ও (১২) **কৃষ্ণৈকশরণ**—ঠাকুর "শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৬)—এই শাস্ত্রবাক্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। যিনি 'আমার কিছু আছে'—এইরূপ মনে করিবেন, তিনি কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারেন না। তিনি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যাবতীয় কিছুর অধিকারী হইয়াও কৃষ্ণে একান্তভাবে শরণাগত থাকায় সর্ব্বদাই অকিঞ্চনভাবে জীবন যাপন করিতেন। একদিন 'বিশ্বক্সেন' নামক একজন প্রভূত বিভূতিসম্পন্ন হঠযোগীকে বিচারাদালতে উপস্থাপিত করিলে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া ঠাকুরের সন্তানত্রয়কে অভিসম্পাত করিয়া কঠিন রোগগ্রস্ত করিয়াছিল। তথাপি তিনি কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নির্ভীকভাবে দুষ্টের দমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের "শরণাগতি" নামক ভজন-গীতি গ্রন্থখানি পড়িলেই মনে হইবে যে, তিনি শরণাগতের যাবতীয় ছয়টী লক্ষণের আদর্শ মহাপুরুষ।

(১০) **সর্ব্বোপকারক**—ঠাকুর যাবতীয় প্রাণীরই উপকারক। মনুষ্যের আর কথা কি ? কোনও প্রকার হিংসা তাঁহার হৃদয়কে কখনও

স্পর্শ করিতে না পারায় তিনি প্রকৃত অহিংস। মৎস্য-মাংস-আমিষাদি অমেধ্য আহার না করিয়া পরম সাত্ত্বিক নির্গুণ ভগবৎপ্রসাদ-দ্বারা জীবন-ধারণ করায় তিনি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, জল-জীব প্রভৃতি সকলের প্রতিই অহিংস আচরণের দ্বারা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, প্রাণীমাত্রেরই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-হেতু নানা ক্লেশ-ভোগ হওয়ায়, তাহাদের আত্মার সদ্‌গতি বিধানকল্পে ঠাকুরের যে চেষ্টা—তাহাই তাঁহাকে সর্ব্বোপকারক বলিয়া জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে।

(১১) **শান্ত** ও (১৩) **অকাম**—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুদুর্লভ বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—**নিষ্কাম**, অতএব **শান্ত**।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

ঠাকুরের জীবনীতে এই বাক্যের পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়। খৃষ্টিয়ানী, ব্রাহ্মণ, পাঁচমিশালী, খেয়ালী, স্মার্ত্ত প্রভৃতি পার্থিব ধর্ম্ম ও বিপ্লবাদি তাঁহার চিত্তের প্রশান্ত-ভাব নষ্ট করিতে পারে নাই। এমন কি, ঠাকুরের যৌবনে প্রচণ্ড সিপাহী-বিদ্রোহ যখন সমগ্র রাষ্ট্রকে বিচলিত করিয়াছিল, তখনও তিনি অশান্ত-ভাব প্রদর্শন করিয়া নিজ-কার্য্য ও ধর্ম্ম হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। তাঁহার নিষ্কাম হৃদয় কখনও কর্ম্মীর ন্যায় ভোগ, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষ ও যোগীর ন্যায় ত্যাগ-কামনায় প্রলুব্ধ হয় নাই। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির প্রাপ্য-বস্তু অস্থায়ী; সুতরাং তাহারা অশান্ত।

(১৪) **নিরীহ**—ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।২।৮৩-ধৃত নারদীয়-বচন)

ঠাকুর-মহাশয় কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময় শ্রীহরির সেবায় ঈহাযুক্ত থাকায় তিনি নিরীহ অর্থাৎ ঈহাশূন্য বা চেষ্টাশূন্য। নিরীহ বলিতে—তিনি কখনই ভগবৎসেবা চেষ্টা-রহিত হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া ভজনের নাম করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি নিরীহ হইয়া সাধুসঙ্গের প্রণালী শিক্ষা দিবার যে চেষ্টা বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"সাধুকে অসাধুজ্ঞানে বা উপেক্ষামূলে সাধুজন-সঙ্গ-ত্যাগরূপ নির্জ্জন-ভজন বা দুঃসঙ্গ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই 'জনসঙ্গ'-ত্যাগ; তাদৃশ দুর্জ্জন-সঙ্গ-বিহীন নিরপরাধ ভজনেই অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়,—ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা।"

(১৫) **স্থির**—ঠাকুর মহাশয় স্বীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবায় ও তাঁহার প্রতিকূল-বর্জ্জনে স্থির-নিশ্চয় ছিলেন। একমাত্র নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণ ব্যতীত কপিলের সিদ্ধি-লালসায়, পতঞ্জলির যোগ-সাধনে, বৌদ্ধের শূন্য-মার্গে, অদ্বৈত-বাদীর স্বকপোল-কল্পিত 'সোহহং'-চিন্তায়, জৈমিনির বৈদিক কর্ম্ম-কুশলতা প্রভৃতি বঞ্চনাময়ী অনিত্যা চেষ্টায় চিত্ত কখনও স্থির হইতে পারে না—ইহা শ্রীল ঠাকুর নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ঠাকুর স্বয়ং শরণাগতি-গ্রন্থে গাহিয়াছেন—

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা, ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল-পতঞ্জলি, গৌতম-কণভোজী, জৈমিনি-বৌদ্ধ আওয়ে ধাই'॥
তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত, পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ, ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ॥

(১৬) **বিজিত-ষড়্‌গুণ,** (১৭) **মিতভুক্** ও (১৮) **অপ্রমত্ত—**
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অথবা ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয়-দম্ভ,

জরা-মৃত্যু—এই ছয়টী রিপু ঠাকুরকে কখনও আক্রমণ করিতে না পারায় তিনি **বিজিত-ষড়্গুণ**। ঠাকুর কৃষ্ণভক্ত—অতএব নিষ্কাম; **নিত্যানন্দময়**—অতএব অক্রোধ; লব্ধ-কৃষ্ণ ও প্রসাদসেবী—অতএব নির্লোভ ও **মিতভুক্** অর্থাৎ—

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"—ইহাই ঠাকুরের শিক্ষা।

ঠাকুর **সম্বন্ধ-জ্ঞানের** আচার্য্য—অতএব মোহশূন্য; কৃষ্ণপ্রেমে সমাধিস্থ—অতএব মদহীন, **অপ্রমত্ত**; তৃণাদপি সুনীচ—অতএব মাৎসর্য্যরহিত। **তিনি তারকব্রহ্ম** ষোল-নাম সংখ্যাত, অসংখ্যাত অহর্নিশ উচ্চ-**কীর্ত্তন**-রত বলিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রহিত; দ্বিতীয়াভিনিবেশশূন্য-হেতু ভয়হীন; মানদ-হেতু দম্ভশূন্য; আত্ম-শরীরে ও অপ্রাকৃত দেহে নিত্য অবস্থিত থাকায় জরা-মৃত্যুর অতীত। তিনি বিশ্ববাসীকে আত্মধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য ঠাকুর নরোত্তমের উপদেশ নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, **ক্রোধ** ভক্ত-দ্বেষি-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট-লাভ-বিনে, **মদ** কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।

কিবা সে করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥
ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ (প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—২)

(১৯) **মানদ** ও (২০) **অমানী**—"অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্য তিনি নিজ-জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি সামাজিক বা লৌকিক সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া পারমার্থিক সম্মানের মর্য্যাদা হানি করেন নাই। একদিকে যেমন বাহ্যতঃ যজ্ঞসূত্র বা মালা-তিলকধারী জাতি-গোঁসাই বা শৌক্র-ব্রাহ্মণব্রুবকেও যথাযোগ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে জগতে পরমার্থের সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবগুরুর অবজ্ঞাকারী ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরুকেও পরিত্যাগ করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাই ঠাকুরের "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঠাকুর বৃন্দাবনের "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥" (চৈঃ ভাঃ ৯।২২৪)—বাক্যের মূল আদর্শ শিক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।

(২১) **গম্ভীর**—স্বীয় আরাধ্যের প্রতি অচলা সেবা-প্রবৃত্তি থাকায় শ্রীল ঠাকুরকে কোনও মতবাদই স্বস্থান হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্ব-ভজন-প্রণালীর উন্নততম ভাবসমূহ এত গভীর যে, তাহা সাধারণ লোক দূরে থাকুক, তাঁহার নিজ অনুগত জনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। এরূপ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ভজনানন্দী মহাপুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২২) **করুণ**—ঠাকুর-মহাশয় ভগীরথের ন্যায় বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া অনর্থযুক্ত ও নরকগামী অসংখ্য জীবকে পবিত্র ও উদ্ধার করিয়া মহা-কারুণ্যামৃত-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-স্বরূপ।

(২৩) **মৈত্র**—"ভগবদ্ভক্তের সহিত তাঁহার সখ্য অতুলনীয় ছিল। ভগবদ্ভক্তের সহিত কৃষ্ণকথালাপে ও তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে ঠাকুরের গেহ, দেহ, অর্থাদি সর্ব্বস্ব উন্মুক্ত ছিল। নিষ্কপট হরিভজন-প্রয়াসীর পক্ষে তাঁহার নিজস্ব সমস্তই অবারিত-দ্বার ছিল। তিনি শুদ্ধভক্তকে আহার, বসন, বাসস্থান-প্রদানে কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। বর্দ্ধমান-জিলান্তর্গত আমলাযোড়া গ্রাম-নিবাসী **নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার** মহাশয়দ্বয়ের সহিত তাঁহার স্নেহ-মৈত্রী অতুল ও আদর্শস্থল ছিল—তাঁহাদের বিয়োগে তিনি **গভীর স্বজন-বিচ্ছেদ-দুঃখ** অনুভব করিয়াছিলেন। নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীগৌরজন **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের** সহিত তিনি চিরজীবন অচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন—বাবাজী মহারাজের সেবার সুষ্ঠুতা সম্পাদনে তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন।"

(২৪) **কবি**—ঠাকুর-মহাশয়ের কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত শরণাগতি, গীতাবলী প্রভৃতি গীতি-কাব্য-গ্রন্থরাশিই প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রাকৃত জড়-রসের কবিগণ জীবনিচয়কে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকে প্রধাবিত করে, কিন্তু ঠাকুরের কাব্য—জীবমাত্রকেই ভোগ-মোক্ষের হাত হইতে "রসো বৈ সঃ" ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিত্য-সেবানন্দ-সমুদ্রে নিক্ষেপ করে; বিবেকহীন মতিচ্ছন্নের বাক্যামৃতের ন্যায় কখনও অসৎ ফল প্রসব করে না।

(২৫) **দক্ষ**—"শ্রীগৌরসুন্দর যেমন অপ্রাকৃত কাব্যরসে শ্রীরূপকে, বৈধ-ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীজীবগোস্বামীকে, সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্যরূপে শ্রীল সনাতন প্রভুকে, রাগানুগা ভক্তির আচার্য্যরূপে শ্রীদাস-গোস্বামীকে, গৌরমহিমা-প্রচারকার্য্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলন-কার্য্যে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে, শ্রীভাগবতের পঠন-পাঠন-কার্য্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে, শ্রীনামহট্ট-প্রচারকার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাসকে দক্ষতা দিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঠাকুর-মহাশয়কেও শুদ্ধভক্তি-প্রকাশ-কার্য্যে **সর্ব্ববিধ দক্ষতা** দিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন।" তাঁহার **১৮৮০ খৃষ্টাব্দের রচিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা** প্রভৃতি বিপুল গ্রন্থরাজির বহু সংস্করণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংরক্ষণ-কার্য্যে অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিতেছে।

(২৬) **মৌনী**—সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করাই মৌনের প্রধান লক্ষণ। গ্রাম্য-কথা বা বিষয়-প্রজল্প বন্ধ করাই, মৌনবৃত্তির উদ্দেশ্য—হরিকথা বন্ধ করা, তাহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন ও আলোচনা বন্ধ করিয়া 'মৌনী-বাবা' সাজিতে চা'ন, তিনি ভণ্ড। ঠাকুর মহাশয় নিজ আদর্শে তাহা সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। কোনও বিষয়ী কৃষ্ণেতর বিষয়-কথা লইয়া অথবা কোনও বিশ্ব-নিন্দুক বৈষ্ণবের নিন্দা-বাদ লইয়া জিহ্বা-লাম্পট্য প্রদর্শন করিতে আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অসম্ভাষ্য-জ্ঞানে মৌন অবলম্বন করিতেন। ঠাকুরের স্বরচিত 'কল্যাণকল্পতরু' গ্রন্থখানি তাঁহার আদর্শের পরিচয় প্রদান করিতেছে—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

আমরা অদ্য ঠাকুরের **বিরহ দিবসে** তাঁহার বহু গুণাবলীর মধ্যে চরিতামৃতকারের উল্লিখিত কয়েকটী গুণের আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত

হইলাম। সমস্ত গুণগুলি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে অবস্থান করতঃ যেন পরা শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। গুণগুলির সৌভাগ্য যে, তাহারা ঠাকুরের ন্যায় মহাভাগবতোত্তম মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর নরহরি ও বাবা অনঙ্গমোহনের স্মৃতি

অদ্য শ্রীল ঠাকুরের বিরহ-তিথি-দিবসে তাঁহার প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় নিত্যস্নাত শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় পরম সুহৃদ্ **শ্রীল ঠাকুর নরহরি** ও পরম স্নেহাস্পদ **বাবা অনঙ্গমোহনের** কথা স্মরণ হইতেছে। তাঁহারা ইহলোকে প্রকট থাকিলে এই গ্রন্থ সঙ্কলন-কার্য্যে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই গ্রন্থ তাঁহাদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সহৃদয় সজ্জনগণের করকমলে সমর্পণ করিলাম।

কৃতজ্ঞতা ও ত্রুটী স্বীকার

পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশ-কার্য্যে **পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ** মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করায় ও **শ্রীমান্ সজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী** মুদ্রাকর-প্রমাদাদি বিবিধ সংশোধন-কার্য্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতে গিয়া অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। সময় ও স্থানাভাবে তাহার কোনও সংশোধন-পত্র ছাপিবার সুযোগ হয় নাই। সদয়-হৃদয় পাঠকগণ এই ত্রুটী নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি,
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)
৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭, বৃহস্পতিবার,
অমাবস্যা, ইং ১৫।৬।৫০

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধ পত্রাঙ্ক

১। **ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান** [সজ্জনতোষণী ৭।১৭৯, ১৯৩ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩০২ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ২।৪৮ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫] ১

২ **গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি** [সজ্জনতোষণী ৭।৭, ৬৩ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩০২ ; শ্রীগৌড়ীর-পত্রিকা ১।৮ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫] ১৪

৩। **কলি** [সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ১৫।১-২ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩১০ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।৪১১ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৬] ১৮

৪। **প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন** [সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ৮।৬৫ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩০৩ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।২০৮ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ— ১৩৫৬] ৩১

৫। **সাধুজনসঙ্গ** [সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ১০।১২১ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩০৫ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।৩৭০ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৬] ৩৬

৬। **সদ্‌গুণ ও ভক্তি** [সজ্জনতোষণী ৫।১ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৯০ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।২৯১ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৬] ৪৯

৭। **শ্রীঅর্থপঞ্চক** [সজ্জনতোষণী ৭।৭৭ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩০২ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।৯০ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৬] ৫৪

৮। **বেদান্ত দর্শন** [সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ৮।৭ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩০৩ ; শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ১।৩২৮ পৃষ্ঠা, বঙ্গাব্দ ১৩৫৬] ৬২

৯। **সম্বন্ধ-বিচার** [শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা] ৬৮

১০। **বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই—** [সজ্জনতোষণী ৫।১০ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০০] ৮৬

১১। **শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম** [সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ১১।১০ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৬] ৯০

১২। **অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম** [শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা] ৯৬

১৩। **অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান** [শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা] ১০৬

১৪। **অভিধেয়-বিচার—ভক্তি** [শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা] ১১৩

১৫। **প্রয়োজন-বিচার** [শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা] ১২২

১৬। **প্রীতি** [সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ৮।৯ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩০৫] ১২৬

গ্রন্থে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিচয়

গীঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চৈঃ চঃ মঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা

চৈঃ ভাঃ অঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত—অন্ত্যখণ্ড

বিঃ পুঃ—বিষ্ণুপুরাণম্

ভঃ রঃ সিঃ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—পূর্ব্ব-লহরী

ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবতম্

মঃ—মধ্যলীলা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রবন্ধাবলীতে আলোচিত বিষয়সমূহের

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ ঃ—অতিজ্ঞান-বাদের খণ্ডনে চারিটী সদ্‌যুক্তি ১১০, অধিকাংশ ভেকধারীই কলি-দোষ-দুষ্ট ৮৯, অপ্রাকৃত দেশ-কাল তত্ত্বের বিচার ৭৯, অভিধেয়-বিচারে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধানা ও তাঁহার স্বরূপলক্ষণ ১১৩।

আ ঃ—আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন ৫, আত্ম-তত্ত্ব-বিচারে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত ও তাহা প্রাকৃত চিদাভাস-নিষ্ঠ ৭৯, আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই বিষয়ত্রয়ের বিচার ৭১, আত্মা, মন ও শরীর লইয়াই মনুষ্য-তত্ত্ব ৭৬, আত্মা যুক্তিবহির্ভূত—জড়-জগৎ যুক্তির অধীন ৭০, আত্মার দ্বাদশ লক্ষণ ৭৮, আত্মবোধের অভাবে জীবের জড়াত্মক জ্ঞান, ও ইহা জীবকে 'জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি' মনে করায় ৬৯।

ঈ ঃ—ঈশ্বরে ফলার্পণদ্বারা কর্ম্ম শুদ্ধতা লাভ করিলে উহা অভিধেয় হয় ১০৪, ঈশ্বরের পরস্বরূপ ৫৬।

উ ঃ—উপায়-স্বরূপ ৫৮।

ঐ ঃ—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—পরস্পর বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধযুক্ত ১১৭, ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা-ভেদে ভক্তি দুই প্রকার ১১৪, ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত কেবল মাধুর্য্যেরই অভিধেয়তা সিদ্ধ ১১৭।

ক ঃ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রয়োজন-লাভের তিন শ্রেণীর উপায় ৯৬, কর্ম্মিগণ কর্ম্মকেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় মনে করেন ১০৩, কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা ২১, কলি-পঙ্কক ও তাহার স্থান-

চতুষ্টয় ২৩, কলি-পঞ্চক সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য ২৯, কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয় ২২, কলি সকল উৎপাতের কারণ ১৮, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যোপাসনা পাষণ্ড-মত ১৯, কৃষ্ণপ্রীতিই চরম উপদেশ ১৩৮, কৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ব্বরাগ, অভিসার ও মিলন ১৩৬, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না ৩৩, কোন্ বর্ণের কোন্ কোন্ আশ্রমের অধিকার ও বর্ণাশ্রম-বিধির চমৎকারিতা ১০০, ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন ৬, ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও ধৃষ্টতা ৯, ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদীগণের প্রতি উপদেশ ১২।

খ :—খ্রীষ্টিয় মতের soul ও বেদের আত্মা এক নহে ১০।

গ :—গীতায় উল্লিখিত জড়-তত্ত্বের সংখ্যা ৭২, গুণগত বর্ণ-নিরূপণের উপায় ১০১, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী দুই প্রকার বৈষ্ণবই জগদ্গুরু ৮৬ গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য ৬৭, গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ ৬২।

চ :—চারি বর্ণের ধর্ম্ম ১৪, চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়ের ধর্ম্ম ও পার্থক্য ৭৪, চিৎ ও জড়ে সমন্বয় অসম্ভব ১, চেতন আত্মার জড়ানুগত্যই দণ্ড-স্বরূপ ৭৬।

জ :—জড়জনিত কর্ম্ম ও প্রাকৃত গুণ স্তব্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না ১০৬, জড়বস্তু চিদ্বস্তুর ছায়া ১২৯, জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ ১০, জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক ৮, জড়বাদিগণই ভূত-পূজক—'ভূতেজ্যা' এবং ইহাদের সভ্যতা আধুনিক ও আসুরিক ১১, জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় ৪, জড় সম্বন্ধে বিচার :— সাংখ্য-মতের আলোচনা ও অনুমোদন ৭১, জড় সূর্য্যাদি ও চিৎ সূর্য্যাদির পার্থক্য ১৩১, জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব ২, জড়ীয় মতবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত ৯, জীব ও জড় জগৎ

শক্তি-পরিণত—বিবর্ত্ত বা ব্রহ্ম-পরিণত নহে ৮৩, জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ ২, জীব, পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার ৮২, জীবমাত্রই প্রীতির বশ ১২৬, জীবের স্বরূপ ৫৫, জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিচারে ক্রম-বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় ১১১, জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা ৩১, জ্ঞানের অজ্ঞান-রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা ১০৯, জ্ঞানের অতিজ্ঞান-রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা ১১০, জ্ঞানের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থাদ্বয় ১০৯।

ত ঃ—তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের জন্যই অর্থপঞ্চক ৫৪, তত্ত্ব-বস্তু তিন প্রকার —ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ১১৫, তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী ৩, (ত্রয়োদশ) অপসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণবের কলঙ্ককারী ৯৪।

দ ঃ—দীন-হীন জীবের ঐশ্বর্য্য ও উন্নত জীবের মাধুর্য্য-উপাসনা ১২০, দুই প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি ১৫, দুই প্রকার রাজকার্য্য ১৫, দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবমধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ ৩৭, দ্যূত-ক্রীড়া—কলির স্থান ২৪।

ধ ঃ—ধর্ম্মালোচনাই বর্ত্তমানে প্রয়োজন ১২৪।

ন ঃ—নর-সত্ত্বায় অবস্থিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারসমূহের স্বরূপ ও তত্ত্ব-বিচার ৭৪, নাম-কীর্ত্তনই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু ১৯, নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষতা ১১৪, নারায়ণ শান্ত-দাস্য-রসাস্পদ—সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের নহে ১১৯, নির্জ্জনবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ-সাপেক্ষ ৪১।

প ঃ—পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয় ৬৬, পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম-বিচার নিষিদ্ধ ৯৩, পরমাত্মা—তাঁহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ৮১, পরমেশ্বরের নিকট অপরাধহেতু ত্রিতাপ ১২৩, পান—কলির স্থান ২৫, পুরুষার্থ-স্বরূপ ৫৭, প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে

কর্ম্ম জ্ঞানাদির সৃষ্টি ৩৮, প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগ সুদুষ্কর ৩৩, প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণ-বিকর্ষণ ১৩০, প্রথমতঃ সম্বন্ধ-বিচারে আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থিতি বোধ ৬৯, প্রাকৃত চিন্তা দূরীভূত হইলে শুদ্ধ-আত্মোপলব্ধি হয় ৭৭, প্রীতিই চিজ্জগতের ধর্ম্ম ১৩১, প্রীতিই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, এবং সেই প্রীতির বিকৃতি জড়ে লক্ষিত হয় ১২৯, প্রীতিই প্রয়োজন ও তাহার লক্ষণ ১২৫, প্রীতির স্বরূপ ১২৯, প্রীতি-শব্দের মাধুর্য্য ১২৬, প্রীতি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস ১২৮, প্রেমের আদর্শ ১৩৭।

ব ঃ—বদ্ধজীব কৃষ্ণাকর্ষণে আকৃষ্ট না হইবার কারণ ১৩৩, বদ্ধজীব বিবেক, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে কৃষ্ণাকৃষ্ট হন ১৩৩, বদ্ধজীবের পক্ষে তিনটী বিষয় বিচার প্রয়োজন ৬৯, বদ্ধজীবের মনোবৃত্তি ১২২, বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব ও আত্মার আবরণ ৮০, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম ৯০, বর্ণাশ্রম বিরোধের প্রধান কারণদ্বয় ১০০, বর্ণাশ্রমী যোগীর সমাজ-কল্যাণ ৯১, বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কর্ম্মী ও জ্ঞানী সমাজে শ্রেষ্ঠ ৯০, বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু ৩২, বংশগত বর্ণবিচার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ১০১, বাসনাজাত চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বশ ২০, বিধি ও নিষেধাত্মক কর্ম্মদ্বয় ৯৬, বিরোধী-স্বরূপ ৬০, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ ৩৪, বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৬৫, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত সুতরাং হেয় ৬, বৈধ কর্ম্মসমূহ ও ভারত তাহার আদর্শ ৯৭, বৈরাগীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ ৮৬, বৈষ্ণব—জাতি বা সমাজের অন্তর্গত নহেন ৯৪, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিত্য সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় সমভাব ৬৮, বৈষ্ণবের সদ্‌গুণ-সমূহ ৫০, ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল দুঃখজনক ১০৭, ব্রহ্মজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্য—ভগবৎ-জ্ঞানে পর্য্যবসান ১০৮, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও নারায়ণের অনুশীলন অপেক্ষা কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ ১১৯, ব্রহ্ম-সূত্রের

পরিচয় ৬৩।

ভ ঃ—ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয় ৩৯, ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদিত হয়; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয় ৫১, ভগবৎ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জড়-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এবং জীবের বন্ধন-দশা হইতে মুক্তির উপায় ৮৪, ভগবৎ-তত্ত্বের মূল ছয়টী গুণ ১১৬, ভগবদ্দর্শনে সর্ব্ব সংশয় ও কর্ম্ম ক্ষয় ৯৩, ভগবদ্বিস্মৃতিহেতু জীব মায়া-কারাগারাবদ্ধ ১২৪, ভগবদ্‌ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ ৫০, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-সূত্রের নাম প্রীতি ১২৪, ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস ৩২, ভুক্তি ও মুক্তির প্রতি প্রীতিহেতুই তাহাদের অন্বেষণ ১২৭, ভেকধারীদের পাতিত্য-দোষে বৈষ্ণবদের নিন্দা ৮৮, ভেকধারী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য ৮৮।

ম ঃ—মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি এক নহে ৭৩, মন্ত্রাচার্য্য গৃহস্থ-গোস্বামী-গুরুর প্রতি উপদেশ ৮৭, মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না ৪১, মাধুর্য্যের চমৎকারিতা ১১৭, মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ৩৬, মুক্ত আত্মা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি চিদাভাস-সঙ্গশূন্য ৭৬, মুক্তজীব কৃষ্ণাকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট ১৩২, মুক্তি সাধ্য বা প্রয়োজন নহে ১২৫।

য ঃ—যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদ্‌গুণ-রাশির আবির্ভাব সম্ভব ৫২।

ল ঃ—লুএলিন্ ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে ৫।

শ ঃ—শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বয় সংগোপন ৬৫, শুদ্ধ-আত্মার কলেবর ও ক্রিয়া-পরিচয় ৮০, শুদ্ধা ও অশুদ্ধা প্রীতি ১৩৬, শুভ কত প্রকার ৪৯, শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ-লক্ষণ এবং উহা কর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা আবৃত নহে ১২১, শ্রীচৈতন্য-চরিত্র দর্শনে বৈষ্ণবের

শুদ্ধ পরিচয় ৯৩, শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র—স্বাধীন নহেন ৯৫, শ্রীবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস ৯২, শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য ৬৪, শ্রীহরিদাস ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বর্ণ-বিচার আদরণীয় নহে ৯৫।

স ঃ—সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা ৩৫, সদ্বৃত্তি ও সদ্ব্যয়-অসদ্ব্যয় ১৬, সদ্ব্যয় ও তাহার তারতম্য ১৬, সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখ-লাভের উপায় ৪০, সংসারী ব্যক্তির অবস্থাক্রমে চারিটী আশ্রম নিরূপিত ৯৯, সাধুর অন্তর-লক্ষণ ৪৩, সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা--সাধুসঙ্গ নহে ৪৫, সাধুর বাহ্য লক্ষণ ৪৪, সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায় ৩৮, সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তিদ্বারা নহে ২১, সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে ৪৫, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ ৩৫, সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য ৪২, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ ৫৩, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা ৪৬, সাধুসঙ্গের প্রভাব ৪৭, সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত ৬৩, সূনা—কলির স্থান ২৯, সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জীবকে মণ্ডলাকারে আকর্ষণ ও তাঁহার নিত্যরাস ১৩২, স্ত্রী—কলির স্থান ২৭, স্বদেশ-হিতৈষিগণের প্রতি প্রাচীন শাস্ত্র-মর্য্যাদা স্থাপনের নির্দ্দেশ ১০৩, স্বভাব-জাত বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্ম-বিভাগ ৯৮, স্বভাবানুযায়ী বর্ণ-বিভাগ ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকার ৯৮, স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের স্বভাব ১৩৫, স্মার্ত্তদিগের হস্ত হইতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষা করাই স্বদেশ-হিতৈষিতা ১০২।

প্রবন্ধাবলী-ধৃত প্রথম চরণের

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

অকামঃ সর্ব্বকামো ১০৫
অতঃ পরং সূক্ষ্মতমম্ ১০৯
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত ৩০
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃ ৫০
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং ১১৯
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ৭৩, ৮৩
অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ ২৩
অমূনি ভগবদ্রূপে ১০৯
অহিফেনং ধূম্রপানং ২৫
আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ ১২৫
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ ৭৮
ইত্যষ্টৌসিদ্ধিদ্রব্যাণি ২৬
উক্তং পুরস্তাদেতত্তে ১১৮
এতৎ সংসূচিতং ১০৪
এতদ্ভগবতো রূপং ১০৯
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি ৮৩
এতে চোপাধয়ঃ ২৫
এতে ন হ্যদ্ভুতা ৫০
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বান্ ৭৮
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ১১৬
কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি ২০
কলৌ ন রাজন্ ১৮
কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং ৯৯
কৃষ্ণং বিদুঃ পরং ১১৮
কৃষ্ণমেনমবেহি ১৩৮
ক্লেশোঽধিকতরঃ ১০৭
তত্র প্রথমে লক্ষণে ৬৬
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী ৩৭
তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো ২৫
তুলয়াম লবেনাপি ৪৩
দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি ৪৫
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ৮৫
ন গৃহং গৃহম্ ২৭
ন বা অরে পত্যুঃ ১৩৭
নহ্যন্তো জুষতো জোষ্যান্ ২৯
নাগবল্ল্যা প্রবর্দ্ধন্তে ২৫
নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ ৪৩
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ১১৮
নৈষাং মতিস্তাবৎ ৪২
পরব্যসনিনী নারী ১৩৬

পর্ণপুগৌ তাম্রকূটঃ ২৫
পুনশ্চ যাচমানায় ২৩
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা ৩৪
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ ১১৫
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং ৯৮
ভক্তিঃ পরানুরক্তিঃ ১১৩
ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত- ৩৯
ভবাপবর্গো ভ্রমতো ৪০
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ৯৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ ৭২, ৮২
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ ৮৩
মাধ্বিকমৈক্ষবং দ্রাক্ষাং ২৬
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ ১৯
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং ১০২
যস্যাস্তি ভক্তিঃ ৫০
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত- ১১০
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যম্ ১০৭
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ৩৭
রহূগণৈতৎ তপসা ৪২
শমো দমস্তপঃ ৯৮
শুভানি প্রীণনং ৪৯
শৌর্য্যং তেজো ৯৯
শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন ৩০
সতাং প্রসঙ্গান্মম ৪০
স ব্রূয়াদ্ যাবান্ ১৩১
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং ১০৭
সংবিদা কালকূটঞ্চ ২৬
স্বল্পাপি রুচিরেব ২১
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ ৯৯
হন্যন্তে পশবো যত্র ২৯
হরের্নাম হরের্নাম ২১

প্রবন্ধাবলী-ধৃত প্রথম চরণের

বর্ণানুক্রমিক পদ্য-সূচী

অতএব সন্ন্যাসাশ্রম ২৮
অসৎসঙ্গ ত্যাগ ৪৪
অসদ্ব্যয় না করিহ ১৬
অসাধু-সঙ্গে ভাই ৪৭
এক কৃষ্ণনামে করে ৫২
এহেন পিরীতি না জানি ১২৮
কভু নামাভাস হয় ৪৭
কানু যে জীবন ১৩৪

কি আর বুঝাও ১৩৪
কিন্তু মোর করিহ এক ১৬
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, ৫০
কৃষ্ণনাম নিরন্তর ৪৪
কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল ৪১
কোন ভাগ্যে কোন ৪৬

গুরু দুরজন, বলে কুবচন ১৩৪

তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ২৮
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে ৪৬
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ ১৩৪

নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হৈতে ৪৬

পড়সী দুর্জ্জন বলে কুবচন ১৩৫
পিরীতি পিরীতি তিনটী ১৩২
পিরীতি বলিয়া এ তিন ১২৮
পুন যে মথিয়া অমিয়া ১২৮
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে ৮৬

বিধি এক চিতে ভাবিতে ১২৮
বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, ২৮
বৈষ্ণবের ভক্তি এই ২৮
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে ১৩১

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি
সাধু-বৈদ্য ৪৬
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি
সাধু-সঙ্গ ৪৭

মহৎ-কৃপা বিনা ৪১
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, ৫১

যদি করিবে কৃষ্ণনাম ৪৭
যাঁর মুখে এক ৪৪
যাঁহার দর্শনে মুখে ৪৪
যাহার মরমে পশিল ১২৮
যে মোর করম কপালে ১৩৪

রাজার মূলধন দিয়া ১৬
রাজার বর্ত্তন খায় ১৫

শিক্ষাগুরু নারায়ণ ২৮
শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু ৮৬

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে ২৮
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, ৫১
'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ' ৪১
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম ৪৭

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

প্রবন্ধাবলী

প্রথম খণ্ড

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড়ে সমন্বয় অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় লিখিয়াছেন ঃ—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য যে প্রকার উচ্চজীবন-প্রার্থীদিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদসৎ নির্দ্ধারিণী বুদ্ধি কি প্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাবস্থান করিতে পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্রাকৃত জীবন জড়বিজ্ঞান-নির্দ্ধারিত মানবের জড়মূলত্বসাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগপৎ

স্বীকৃত হইতে পারে, এই দুইটি প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্বিগ্ন করিতে থাকিবে। পারমার্থিক-বুদ্ধি এবং জড়বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি এতদুভয়ের মধ্যে একটী বিবদমান ভাব আছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্ণয়-স্থলে এই বিবদমান ভাবটী নিত্যবর্ত্তমান, প্রেমচেষ্টাস্থলে জ্ঞানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলত্ব সাধকভাবে সদসৎ বিচার এবং ধর্ম্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে কোন-প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে একাল পর্য্যন্ত যত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে সে সমুদয়ই একটী বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে, মানব একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি চালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটি বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাঁহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটী জড়যন্ত্রের ন্যায় মানব সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইটী ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত

ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম্ম ও সংকারের প্রাচীন মন্দির কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয় এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি অমূলক ছবির ন্যায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদসৎ চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা যাহা সম্প্রতি আমাদের সত্ত্বায় গম্ভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে সে সমস্ত এককালে খপুষ্পের ন্যায় অমূলক প্রতিচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সল্লোক ও অসল্লোকের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট উভয়ই জড়ীয় পূর্ব্বভাবের জড়সন্ততিরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহার মাধ্যাকর্ষণবলনিক্ষিপ্ত পর্ব্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর ফলকের ন্যায় জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষ কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন, টিণ্ডল, হাক্সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে তাহাদের মত এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাগুক্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা

যায় না। এস্থলে সরল জিজ্ঞাসুদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লুএলিন্ ডেভিস নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মতাত্বিক শ্রদ্ধেয়

এখন দেখা উচিত, ইঁহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম ; কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদিগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চ্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধীয় কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিদ্ধক্রম এই সকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ভাবের প্রতি আদর তাঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দরতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাঁহারা নিজেই কিছু বুঝিতে পারেন না। এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়াসে তাঁহারা অনেক

কার্য্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে বিজ্ঞান-বৈশারদী বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে, বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মজ্ঞানের অনুগত হইবে। বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপারসকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং ঊর্দ্ধগতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপারসকল অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিয়া থাকেন যে, বস্তু-সকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃতপান করতঃ কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন্ ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন্ ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্ব্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়—যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাবও ধর্ম্মপ্রসূত হইয়া

আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে, তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত সুতরাং হেয়

আমরা স্থির করি এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধার্হ হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেননা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখ, নব্য বৈজ্ঞানিক-দিগের আসল কথা কি ? তাহাদের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র এবং ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেম দ্বারা আমি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্টপ্রেম বৈদ্যু-তিক সংবাদদাতার কার্য্য সম্বন্ধের ন্যায় সংসারিক কার্য্যের নিতান্ত গৌণ কর্ত্তামাত্র। সুখ-দুঃখ, অশ্রু ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্য্যের গৌণ নিয়ন্তা।

ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

ন্যায়মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ

দাবীর হেতু কি, দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক-জগৎ বলা হইয়াছে তাহা ডারউইনের ক্রমোৎপত্তি সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাষ্টাঙ্গ প্রণত যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটী মতবাদমাত্র তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র তাহা নহে—প্রমাণ চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে, দেখিয়া তাঁহারা এই স্থির করিয়াছেন যে, কোন মূল আকার হইতে আকার-বৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই তুইটী সর্ব্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ন্যায় অন্য আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অতাত্বিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং তাহাদের ন্যায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহু প্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ্ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত তুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক্ জাতি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য্য দেখা যায় না—একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ্ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা

বলেন যে বহুকাল বিগত না হইলে একটী নূতনজাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা এই হইল যে—প্রতিদিবসের প্রতিঘণ্টার এবং প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনাসকলে বিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একটি অদৃষ্ট-ফল-মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমেয় বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটি সামান্য প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে-পর্য্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে উদ্ভিদ্ ও জন্তু-দিগের আকৃতি ও নির্ম্মাণসম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে, সে-পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য্য করে না। এই মতে তন্ত্রবাদী যথেষ্ট। কিন্তু সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন যে—অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয়, যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্ম-প্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও ধৃষ্টতা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্য হইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্বন্ধবিহীন। কি প্রকারে জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীব সকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই তত্ত্বটী অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচার-পূর্ব্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ এবং বাদদূষিত।

জড়ীয় মতবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্‌সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান করণাপাটব-সম্ভূত প্রমাদবিশেষ। অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগদ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানীগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধি সকল প্রয়োগ

করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত সীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবে পরিপূর্ণ—ইহা দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টিয় মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটী কোন খ্রীষ্টিয়ান লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্ব্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র। খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্মে যে একটি 'soul' শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদী-দিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যক, কেন না জড়শক্তিগত বিধি সকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্ত্তমান। পরন্তু **খ্রীষ্টিয়ান মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা তাহা নয়।** বেদশাস্ত্রে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে সে আত্মা নিতান্ত জড়বাদ ও মিশ্র-জড়বাদ হইতে পৃথক্। **খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম্ম সমস্তই খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অত্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ।**

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ-শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি স্বর্গ ও একটি নরকের কল্পনা

করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি ঈশ্বর ও একটি সয়তানের বিশ্বাসকে অঙ্গীকার করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব্বপ্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্ব্বপ্রকার জড়-বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণমাত্রই নাই। খ্রীষ্টিয়ানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন-মুক্তি-পূর্ব্বিকা আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়—ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সৎসঙ্গরূপ সুকৃতি বলে অনন্যা ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদীগণ দুর্ভাগা। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্ম প্রাপ্তিই ফল। "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা" এই ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ। "যান্তি দেবব্রতা দেবান্" এই বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টিয়ানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্" এই বাক্যক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজন পূর্ব্বক পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবৎ-সেবা লাভ করেন।

জড়বাদীগণই ভূত-পূজক—'ভূতেজ্যা' এবং ইহাদের সভ্যতা আধুনিক ও আসুরিক

জড়বাদীদিগকেই ভূতেজ্যা বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড় ভূতদিগের বিধি ও জড়-শক্তি আলোচনা পূর্ব্বক যতপ্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত

হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া জড়শক্তি প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয়। ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আর্য্যপুরুষদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছু মাত্র নূতনতা নাই। **পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়।** সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল, হাক্সলি, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায় তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহাতে আসুর প্রবৃত্তি বর্ণনে "জগদাহুরনীশ্বরং", "অপরস্পরসম্ভূতং" ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ এই সকল যে আসুর প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়—তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদীগণের প্রতি উপদেশ

এই সকল বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা স্বার্থ-সাধক জীবের কর্ত্তব্য। জড় জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতে অধিকর্ত্তার লীলা, আলোচনা করতঃ ভগবৎ প্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

মতবাদে আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। প্রক্রিয়ান্বেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বহু মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নতি করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর নির্ব্বাহী ব্যাপার সকলের সাধনের জন্য অন্যান্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতি-বাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চ্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।

গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি

চারি বর্ণের ধর্ম্ম

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয়দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্ম-স্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী জীবন যাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা —ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করতঃ প্রাণ রক্ষা করার নাম ধর্ম্ম।

দুই প্রকার রাজকার্য্য

রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ ক্ষত্র-যোগ্য রাজকার্য্য, ও শূদ্র-যোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমন-পূর্ব্বক লেখাপড়া দ্বারা রাজ্য-শাসন-কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা উচিত।

দুই প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি

গোপনে অর্থ সংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুই প্রকার—রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া এক প্রকার চৌর্য্য। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যসূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন—

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

—চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-৯।৯০

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য অতএব অবৈষ্ণব। এই পাপ ক্রিয়া তাঁহারা সত্বর পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা যতদূর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

সদ্বৃত্তি ও সদ্ব্যয়-অসদ্ব্যয়

যাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থ-দান চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন তাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া যাহা পান তাহাই তাহাদের সদ্বৃত্তি-প্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
'ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ—যাতে দুই লোক যায়।'

—চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য-৯।১৪২-৪৪

যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বর্ত্ত ধন পান তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস ভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকর্দ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উদ্বর্ত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন।

সদ্ব্যয় ও তাহার তারতম্য

অতিথি সেবা, দুঃখী ক্ষুধার্ত্ত লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্যদান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্র

লোককে কন্যাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা আর একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয়—শ্রীভগবৎ-সেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। এবৎসর যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাত্মাগণ আনন্দের সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ও হইবেন।

কলি

কলি সকল উৎপাতের কারণ

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজং।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
(ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গভীর অর্থপূর্ণ বচনটী পাঠ করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। সম্প্রদায়-দীক্ষা লাভ করিয়া অর্চ্চন-মার্গে প্রবেশ করিয়াও প্রেমলাভ করি না। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও আমাদের বিশুদ্ধা কৃষ্ণমতি জন্মে না। অনেক ব্রতাদি আচরণ করিয়াও আমরা নির্ম্মল ভক্তি লাভ করি না। গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না। অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যোপাসনা পাষণ্ড-মত

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত উপাস্য দেবতার উপাস্য এবং জগতের পরম গুরু। কৃষ্ণোপাসনা সকল জীবের সার্ব্বকালিক কর্ত্তব্য হইলেও জীবসকল কলিকালে পাষণ্ড-মত ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া থাকে এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ধর্ম্ম আচরণ করে না। এই শ্লোকের অর্থ আবার আর এক শ্লোকে রূপান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা,—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গলা উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৪)

সংসারী জীব সর্ব্বদা ম্রিয়মান ও দুঃখে আতুর। যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম পতিত, স্খলিত বা বিকল হইয়া উচ্চারণ করিলে সেই ম্রিয়মান জীব সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, হায়! কলিকালে তাঁহারা সেই পুরুষের নাম-যজন-রূপ একমাত্র যজ্ঞে তাঁহাকে উপাসনা করেন না।

নাম-কীর্ত্তনই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু

মূল তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন একমাত্র উপায়। কেবল জ্ঞানই জীবের গতি নয়, কিন্তু ভক্তিই জীবের উত্তমা

গতি। কলি এরূপ অধর্ম্ম-বন্ধু ও জীব-শত্রু যে, তাহার এই নির্দ্দিষ্ট কালে জীবকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ নির্ম্মল ধর্ম্মে স্থির হইতে দেয় না। সঙ্কীর্ত্তনকে কলিকালের একমাত্র ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র হইলেও কলিকালের একটী মহাগুণ আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে সহসা জীব মুক্তসঙ্গ হইয়া পরা-ভক্তিকে লাভ করেন।

এখন দেখ ভাই! শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীব কলিতে কেবল কীর্ত্তন করিবেন, আবার বলিয়াছেন যে, কলিতে জীব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা প্রায়ই করে না। ইহার হেতু কি?

বাসনাজাত চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বশ

মনুষ্যের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বিষয়-বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে, কিন্তু চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত থাকিয়া প্রেয়ঃ বিষয়ে ধাবমান হয়, বিবেককে স্থির হইতে দেয় না। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং সল্লোকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, মদ্যপান ও মাংস ভোজন করা মন্দ, কিন্তু লালসাক্রমে ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন না। শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন যে, হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই; তথাপি

সামান্য কর্ম্ম-মীমাংসার বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। প্রাক্তনীয় ও আধুনিক বাসনা হইতেই চিত্ত-প্রবৃত্তির জন্ম হয়।

সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তিদ্বারা নহে

বহুতর সৎসঙ্গ ও সদালোচনা ব্যতীত চিত্ত-প্রবৃত্তির বল কম হয় না। কেবল যুক্তি-জনিত বিবেক কিছুই করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-মীমাংসকগণ লিখিয়াছেন, যে—

স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩২)

যে জীবের হরিনামে স্বল্পা রুচি অর্থাৎ চিত্ত-প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই জীবের ভক্তি হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা কখনই ভক্তি হয় না। বেদে কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিহত-জীবের হরিনামে রুচি সহজে হয় না। বিবেকদ্বারা তাঁহারা শুনিয়া থাকেন, যে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয় ৩৩।১২৬)

কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেশ্যালয়ে বা মদ্যে বা সুবর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলি-হত-জীব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে।

যুক্তিদ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎ পরিমাণ মদ্য ও মাংস ভোজন না করিলে মানুষ্যের বল রক্ষা হয় না। বেশ্যা-গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকার্য্য, তাহা নানা ভঙ্গীতে বলিতে থাকে। কপট-ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপ-নিবৃত্তির উদ্দেশে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্যের বা শূন্যপ্রায় কল্পিত-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এই প্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয়

কলিই এই সমস্ত উৎপাতের মূল। কলির অধিকার বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা চলিতে পারেন, তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। আমরা নিজ নিজ উপকারের জন্য কলির অধিকার বিচার করিয়া দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে—কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মবলে কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট কোনও একটি স্থান যাচ্ঞা করিল। পরীক্ষিৎ

কহিলেন—ওরে অধর্ম্মবন্ধো ! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে অন্য কোন স্থান পাইবে না। চারিটি অধর্ম্ম স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৮)

কলির প্রার্থনামতে তাহাকে রাজা চারিটী স্থান অর্পণ করিলেন। দ্যূতক্রীড়া, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারিটী যথায় ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
(ভাঃ ১।১৭।৩৯)

একত্রাবস্থান যাচ্ঞা করায় রাজা তাহাকে স্বর্ণ; পরে অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর—এই কয়েকটীও দান করিলেন।

কলি-পঞ্চক ও তাহার স্থান-চতুষ্টয়

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। যদি কলি হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে বাঞ্ছা থাকে তবে দ্যূতক্রীড়া-স্থান, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও পশুবধ হইতে নিরস্ত থাকা আবশ্যক। সর্ব্বত্রই স্ববর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন। সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর বিরাজমান। উক্ত চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ আলোচিত হইলে বিষয়টী বিশদ হইবে।

(১) দ্যূত-ক্রীড়া—কলির স্থান

আদৌ দ্যূতক্রীড়া স্থানের বিচার হউক। অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেস্থলে হয়, তাহাই দ্যূতক্রেড়া স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, পশপঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যত প্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সব স্থানকে দ্যূতক্রীড়া স্থান বলা যায়। অধুনাতন লটারী-গৃহকেও দ্যূতক্রীড়ার স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনী প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যূত-ক্রীড়া-স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায় দ্বারা অর্থলাভ জন্য বিষম কলহ ও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সব স্থানে অনেকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই নাশ হইতেছে। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহপ্রিয়তা লাভ করে। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে না। কলি যে দ্যূতক্রীড়া স্থানে বাস করে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? পথে যাইতে যাইতে আমরা অনেক বিপণী দেখিতে পাই—যেখানে কতকগুলি মানব মিলিত হইয়া তাস, শতরঞ্চ ও পাশা ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই সব বিপণীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়ে। ক্রীড়াপ্রিয় বিপণীপতি ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না ; ক্রমে ক্রমে ক্রেতার সংখ্যা লাঘব হইয়া যায় এবং অল্প কালের মধ্যে বিপণী নষ্ট হয়। কখন কখন চৌরগণ বিপণীপতির

ক্রীড়াশক্তি দেখিয়া বিপণীর দ্রব্য অপহরণ করে। বিপণী-পতির সহিত যাহারা খেলিতে আইসে, তাহারা বিপণীর দ্রব্য যোগেযাগে স্থানান্তরিত করিয়া বিপণীপতিকে উৎসন্ন করে। ভাই দেখ, দ্যূতক্রীড়া কি ভয়ানক! অনেক ভদ্রলোক অসৎসঙ্গে পীড়িত হইয়া ক্রীড়া-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসৎ হইয়া যায়। এইজন্য দাস-গোস্বামীর খুড়া কালীদাস মহাশয় অসৎ জনের অনুনয়ে ক্রীড়া করিতে বসিয়া নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ দ্বারা আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিতেন। যিনি উত্তম, ধার্ম্মিক বা ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অবশ্যই দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ কারবেন।

(২) পান—কলির স্থান

এখন পানরূপ কলির স্থানটী বিচার করা যাউক। আসব-মাত্রই পান। পান কোনস্থলে দ্রব জলীয়, কোন-স্থানে ধুম্রাকার। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—

পর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তরিতা মদিরা সুরা।
ব্রতবিধ্বংশিনো হ্যেতে বলিনশ্চোত্তরোত্তরাঃ॥

নাগবল্ল্যা প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ।
গুবাকেন সদা চিত্তচাঞ্চল্যং পরিলক্ষ্যতে॥

তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেবহি।
তরিতা সেবনাদ্বুদ্ধিনাশঃ কিল ভবিষ্যতি॥

অহিফেনং ধুম্রপানং মদ্রিকা চাষ্টসংখ্যকা।
স্বল্পকালে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিপদাংশ্চ চতুষ্পদান্॥

এতে চোপাধয়ঃ শশ্বৎ বহির্ম্মুখেষু কল্পিতাঃ।
দুর্ব্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তিনিবৃত্তয়ে॥

পর্ণ (তাম্বূল), গুবাক, তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা—এই সকল আসব ব্রতধ্বংসকারী। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্। পর্ণ সেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসেপ্সা বৃদ্ধি হয়। গুবাক দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য উদয় হয়। তাম্রকূটের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা সেবনে বুদ্ধি নাশ হয়। অহিফেন, ধূম্রপান ও অষ্ট প্রকার মদ্রিকা অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পদ-তুল্য করিয়া ফেলে। এই উপাধিসকল বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে যথা,—

সংবিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরদং তারিকা তরিতা তথা।
ইত্যষ্টৌসিদ্ধিদ্রব্যাণি ভক্তিহ্রাসকরাণি বৈ।
স্বকার্য্যসিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্পিতানি হি॥

ভাং, কালকূট, তামাক, ধুস্তুর, আফিং, খর্জ্জুর রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য। স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্পনা করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে মদিরা বিষয়ে,—

মাধ্বিকমৈক্ষবং দ্রাক্ষ্যং তালখর্জ্জুরপানসং।
মৈরেয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মাধুকং নারিকেলজং।
মুখ্যমন্নবিকারোত্থ মদ্যং দ্বাদশধা স্মৃতম্॥

মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষা, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজাত ও অন্নজাত—

এই প্রকার দ্বাদশ জাতীয় মদ্য। মূল শ্লোকে পান শব্দের অর্থে স্বামী লিখিয়াছেন—'পানং মদ্যাদিঃ।' মদ্যাদি শব্দে এই সমস্ত আসবকে বুঝিতে হইবে। তাম্বূল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবিকার পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রতনাশক মদ্য। যিনি ধর্ম্ম বাসনা করেন, তিনি অবশ্য এই সকল আসব হইতে পৃথক থাকিবেন। আসব দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়—এরূপ কথা কেবল আসব-পরতন্ত্র লোকের আত্মরক্ষা বাক্যমাত্র।

(৩) স্ত্রী—কলির স্থান

এখন স্ত্রী শব্দের বিচার করা যাউক। স্ত্রী শব্দে ধর্ম্ম-পত্নী এবং অধর্ম্মপত্নী উভয়কেই বুঝায় বটে। এস্থলে ধর্ম্ম-পত্নীর কথা নয়, কেননা শাস্ত্রমতে,—

> ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
> তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে। (উদ্বাহ তত্ত্ব)

ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চতম পুরুষার্থরূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহায়তায় জীবন নির্ব্বাহ করিলে কলিদোষ লাগে না। **যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, সেইখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান।** ধর্ম্ম-শূন্য স্ত্রীসঙ্গেই কলির বল। বৈষ্ণব ঋষিগণ, অম্বরীষাদি রাজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাসাদি গৃহস্থ ভক্তগণ ইহার

উদাহরণ। এই কারণেই **শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণকে গৃহস্থ বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।** যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অন্ত্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়,—

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি ॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৪৯-১৫৩, ১৬২)

ধর্ম্মপত্নীর আদর সর্ব্বশাস্ত্রে আছে। অধর্ম্ম পত্নীর তিরস্কার সকলেই গান করেন, তথাপি **সহজিয়া ও বাউলগণ পরস্ত্রী লইয়া উপাসনার ভাণে কলির কবলে নিরন্তর পড়িয়া অবশেষে মহারৌরবে পতিত হন।** বেশ্যালয়ে যে-সমস্ত উৎপাত হয় তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গই যে কলির কার্য্য তাহাতে ভ্রম নাই। ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ভক্তি সাধনোপযোগী জীবন নির্ব্বাহ করা এবং অধর্ম্ম পত্নী বা

উপপত্নীতে রত হওয়া—দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় জানিতে হইবে। **অধর্ম্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই কলির অধিকারে থাকে,** অতএব তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিবে।

(৪) সূনা—কলির স্থান

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণীবধ যথায় হয়, সেস্থান কলির একান্ত স্থান। অতএব নারদ বলিয়াছেন,—

নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজো গুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ॥
হন্যন্ত পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরা মৃত্যু নশ্বরম্॥

যে প্রেয় জড়সেবা, তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজো-গুণের প্রয়োজন নাই। শ্রী-মদ-রূপ রজোগুণ হইতে সংকুল জন্মাদির বৃথা অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসব-সেবা অর্থাৎ মদ্য, ধূম্রাদি পান, নরগণের পরস্পর বিষয় লইয়া যুদ্ধ, জিহ্বা-লালসায় জীববলি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবহত্যায় কলি বাস করেন।

কলি-পঞ্চক সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য

রজোগুণ হইতেই অর্থলোভ হয়। সুতরাং অর্থের সুব্যবহার অর্থাৎ ভগবৎসেবা ও ভাগবতসেবা এবং বিশুদ্ধরূপে জীবন নির্ব্বাহ ব্যতীত যে সুবর্ণাশক্তি, তাহাতে কলির বাস নিত্য আছে। **অনৃত** অর্থাৎ মিথ্যাভষণ ও কপট ব্যবহার দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব অত্যন্ত দূষিত হয়। তাহাও কলির

বাসস্থান। মদ কলির প্রিয় স্থান। ভাগবত বলেন—

শ্রিয় বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥ (ভাঃ ১১৷৫৷৯)

জড়ীয় শ্রী-রূপ-বিভূতি, উত্তম কুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল—এই ছয় প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ হয়। ঐসমস্ত কলির বাসস্থান। বৈর যে কলির বাসস্থান তাহাতে সন্দেহ কি ?

অতএব কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈরসাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবার কাম অপ্রাকৃত, তাহার নাম প্রেম। ইন্দ্রিয় সেবার কাম প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান। তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

কলির অধিকার ত্যাগ না করিলে কখনই হরিভজন হইবে না। পাঠক, বিশেষ মনোযোগে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জ্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি, কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে ঐ প্রক্রিয়াটী নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে

নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম শিক্ষাকরি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সংসার নির্ব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম্ম-কাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে ; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায় ? সুতরাং তাঁহারা পতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণব গণের প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয় ; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয় কোথায় ? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্ট লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক আসন

দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদিত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগ সুদুষ্কর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশা-শূন্য হইতে পারিবে ?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ

এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ (মনঃশিক্ষা-৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নির্লজ্জ-চণ্ডালিণী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল-সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিণীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদিদ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল-যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভুত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব-আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীবের হৃদয়ে মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদ্‌গুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদ্‌গুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।

—••※••—

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সে সমস্ত মানব-মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। **প্রথম শ্রেণীর** মানব-গণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া 'আমি'-'আমার' ইত্যাকার অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধি-বিহীন বা যথেচ্ছাচারী, কেহ নৈতিক, কেহ কর্ম্মী, এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমানী। **দ্বিতীয় শ্রেণীর** মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাঁহারা এই জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনহেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ম্মযোগী—নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্ম আচরণ করেন,

কেহ জ্ঞানী—বৈরাগ্য সহকারে ঈশধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী—আসন-প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ-সাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত—সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবমধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাঁহার যোগ্যতা অধিক তাহা বিচার করিতে হইলে সর্ব্বোপনিষৎ-সার শ্রীভগদ্গীতা গ্রন্থ আলোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রপর সরল-বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর-ব্যক্তিগণ বহুতর তর্ক সৃষ্টি করিয়াও এবিষয় মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্ক-মন সব সময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচার-স্থলে ভগবান কহিয়াছেন, যথা গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে,—

> তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
> কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্-যোগী ভবার্জ্জুন॥
> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৬-৪৭॥

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্য-চিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্ত-যোগী, এবং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", একমাত্র ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কর্ম্মজ্ঞানাদির সৃষ্টি

এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ দেশভেদে সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য কেহ বা কর্ম্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু, জীবের স্বরূপ কি, মায়া-নির্ম্মিত এই জগতই বা কি এবং ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি, এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধু-সঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অন্য মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু, এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রুচি-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গ-জনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্ব্বোপাধিমুক্ত, ভগবৎ-তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, এবং তদ্রূপ সাধুর কৃপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধু-সঙ্গ ও সাধু-কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অন্য উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান্ হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক,

অথবা অন্যায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না, এবং সাধু-সঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়া-মুগ্ধতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-সাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধু-সঙ্গই একমাত্র উপায়; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—

"ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবম্ভূত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব্ব-সঞ্চিত বহু সুকৃতি ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যদিও সুকৃতির অভাববশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটিতেছে না, ব্যাকুল হইয়া যত্ন ও চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয় না। এ-জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্ত্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সাংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পান্থহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—এবম্বিধ চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থিত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য পথ সম্মুখে দেখা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব-সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

[হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ নিখিল কার্য্যকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।]

মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুহূর্ত্তও বিষয়-চিন্তা, বিষয়-সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা ভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

[সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।]

নির্জ্জনবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন; তাহা গ্রন্থপাঠে বা নিজে নির্জ্জনে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন কি? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ কেন, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫১, ৫৪)

মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধু-কৃপা ব্যতীত কোন কর্ম্মেই ভক্তি লাভ হয় না। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-কৃপা লাভ হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহৎ কৃপা

ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনা মহৎ-পাদ-রজোঽভিষেকম্॥
(ভাঃ ৫।১২।১২)

[হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা-দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।]

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয়। শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ কহিয়াছেন, ভাগবতে,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

[নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহা-বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।]

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য-সূচক এবম্বিধ বাক্য সকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন যে এত মাহাত্ম্য, এত বল,

এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাঁহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধু-মুখ-বিনিঃসৃত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রের যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গ-বিহীন তার্কিকগণ তাহা কিরূপে বুঝিবে? সাধু-সঙ্গের এত মহিমা বলিয়াই শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ-সঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

[ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষ-কালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা কি বলিব?]

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটী বাক্য আছে, যথা—

নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার-বর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥

পাঠক! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

—যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২, ৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহাদ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জানা যায় না।

সাধুর বাহ্য-লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার কিরূপ তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা চরিতামৃতে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবম্বিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার; তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনিই বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্ব্ব-সিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন

করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে

সাধুসঙ্গ কি ? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥

(উপদেশামৃত—৪)

কৃষ্ণ সেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা, কৃষ্ণ সম্বন্ধ-সূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূল কথা, বিষয়ী বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপ-ব্যবহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া 'এদেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে ; এ বাবু বড় ভাল, চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে' ইত্যাকার মায়াবিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত প্রশ্নকারীর কথার

দু'একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় ? সাধুর নিকটে যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ কথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূল কথা এই—যে-কথা কৃষ্ণ-উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণ-কথা। আর যে-কথা কৃষ্ণ-বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয়-কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান্ সাধকমাত্রই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়েকটী সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৯)

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২, ১৪-১৫)

কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা। এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু সদৃশ !!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্যা হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছে, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত'

কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কিরূপেই বা জগাই মাধাই উদ্ধার হইত ? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে প্রাণ-মন মজাইয়া "জয় রাধাশ্যাম" বলিয়া জীবন-মন কৃতার্থ করুন।

সদ্‌গুণ ও ভক্তি

শুভ কত প্রকার

শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।১।৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব্ব জগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের অধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিত-গণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্‌ভক্তে যাবতীয় গুণ ও দেবতাগণের সমাবেশ

ভক্তপুরুষ যে-সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎ বহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমত অভক্তজনের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্‌॥

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি-গুণসকল হইবে ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদি-গুণসকলও হরি-সেবা-কামনা-যুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

বৈষ্ণবের সদ্‌গুণসমূহ

সদ্‌গুণ সকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা ;—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥

সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদ্‌গুণ ভক্তির সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে ?

ভক্তে গুণরাশি স্বয়ং উদিত হয়; উহা সংগ্রহের চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি-বাসনারূপ-সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু-পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুণ-বিরোধী ধর্ম্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে সে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ বলে দ্রবীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্‌গুণসকল সহজেই উদয় হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণ প্রকাশ একদিকে, ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে—যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার

পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য ;—

> এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
> নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭)

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল-দক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধ-ভক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট। অনর্থহানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগ ও নৈতিক মার্গ অপেক্ষা সাধুসঙ্গেই সদ্‌গুণরাশির আবির্ভাব সম্ভব

যোগভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকৃপায়

ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আশ্রয়ের উপদেশ

হে সদ্‌গুণশালী ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নাশ না করিয়া লব্ধ সাদ্‌গুণ্যের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।
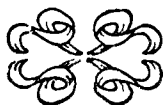
শ্রীঅর্থপঞ্চক

তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের জন্যই অর্থপঞ্চক

শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারী জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, পুরুষার্থ-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপ-রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(ক) **জীবের স্ব-স্বরূপ**—১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্ষু।

(খ) **ঈশ্বরের পর-স্বরূপ**—১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্য্যামী, ৫। অর্চ্চাবতার।

(গ) **পুরুষার্থ-স্বরূপ**—১। ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব, ৫। ভগবদনুভব।

(ঘ) **উপায়-স্বরূপ**—১। কর্ম্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫। আচার্য্যাভিমান।

(৬) **বিরোধী-স্বরূপ**—১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরত্ব-বিরোধী, ৩। পুরুষার্থবিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী, ৫। প্রাপ্যবিরোধী।

(ক) জীবের স্বরূপ

(১) **নিত্যজীব**—সর্ব্বদা সংসার-সম্বন্ধ-দোষ রহিত ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকরণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিশ্বক্‌সেনাদি অমরবৃন্দ।

(২) **মুক্তজীব**—ভগবৎপ্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধ-জনিত ক্লেশমল নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তব-পরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ।

(৩) **বদ্ধজীব**—পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী, আত্ম-দর্শন-স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ, অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার-পর-দ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।

(৪) **কেবল জীব**—কেবল জীব একা। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্য বস্ত্বাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি বাসনার্জ্জিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবই কেবল-জীব।

(৫) **মুমুক্ষুজীব**—মুমুক্ষু-জীবসকল সংসারদাবাগ্নি-তপ্ত হইয়া সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক

লাভ করত: প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থ সমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ-সুখী, নিত্য অপ্রাকৃত-স্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ নিষ্ঠাফল স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

(খ) ঈশ্বরের পরস্বরূপ

(১) **পরতত্ত্ব**—পর-শব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান, আদি, জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব।

(২) **ব্যূহতত্ত্ব**—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধঃ।

(৩) **বিভবতত্ত্ব**—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার।

(৪) **অন্তর্যামীতত্ত্ব**—দুইপ্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ।

(৫) **অর্চ্চাবতার**—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপবিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম ইহয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক

হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামীপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

(গ) **পুরুষার্থ-স্বরূপ**

(১) **ধর্ম্ম**—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

(২) **অর্থ**—বর্ণাশ্রমানুরূপ ধন-ধান্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক দেবতা-পিতৃ-কর্ম্মে ও প্রাণি-রক্ষা-বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশ-কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

(৩) **কাম**—কাম দুই প্রকার, ইহ-লৌকিক ও পার-লৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বূল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব-জনিত সুখ-স্পৃহা।

(৪) **আত্মানুভব**—দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবল-আত্মানুভব হয়। ইহাই এক প্রকার মোক্ষ।

(৫) **ভগবদনুভব**—ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ও পুণ্য-পাপনাশে--"অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি"—তাপত্রয়া-শ্রিত এই ছয় বিকার-রহিত হইলে ভগবৎ-স্বরূপ আবরণ-পূর্ব্বক বিপরীৎ জ্ঞানোৎপাদক সংসার-বর্দ্ধক স্থূল-শরীর পরিত্যাগ করতঃ সুষুম্নানাড়ী দ্বারে শিরঃ, কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা-স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা রেণু দূরকরত, সকল তাপ

নিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহ-করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময় জ্ঞানানন্দ-জনক, ভগবদনুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীট-যুক্ত অমরগণ-মধ্যে মহামণি-মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলাসহিত বর্ত্তমান পরব্যোম-নাথকে নিত্য অনুভবপূর্ব্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

(ঘ) উপায়-স্বরূপ

(১) **কর্ম্ম**—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যা-বন্দন, পঞ্চ-মহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্য-ক্ষেত্র-বাস, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ, পুণ্য-নদী-স্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফল-মূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎ-সমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

(২) **জ্ঞান**—আত্ম-তত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান। হৃদয়-মণ্ডল ও আদিত্য-মণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মী সহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

(৩) **ভক্তি**—তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতি-বিস্তার-রূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ-কর্ম্ম-নিবৃত্তি-

উপায়রূপ সাধ্য-সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোক বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

(৪) **প্রপত্তি**—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানু-ভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, **আত্মরূপ-প্রপত্তি** ও **দৃপ্তরূপ-প্রপত্তি**। নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাস, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ব্ভজন্ম-জরাধিব্যাধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করতঃ নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করতঃ একান্ত অনুগত হওয়ার নাম **আর্ত্তরূপ-প্রপত্তি**। **দৃপ্ত-প্রপত্তি যথা**,—দৃপ্ত-প্রপন্ন-পুরুষ স্বর্গ-নরকে বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্যোপদেশ ক্রমে উপায় স্বীকার-পূর্ব্বক বিপরীত-প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদ-বিহিত বর্ণাশ্রমা-নুষ্ঠান বাচিক, মানসিক ও কায়িক ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষ্যত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

(৫) **আচার্য্যাভিমান**—আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

(৬) বিরোধী-স্বরূপ

(১) **স্বরূপ-বিরোধী**—দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়-দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্ব-তন্ত্রতা এই কয়েকটী স্বরূপ-বিরোধী।

(২) **পরত্ব-বিরোধী**—দেবতান্তরে পরত্ব-প্রতিপত্তি, সমত্ব-প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র দেবতা বিষয়ে শক্তিযোগ-প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব-প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তি-যোগ-প্রতিপত্তি এইগুলি পরত্ব-বিরোধী।

(৩) **পুরুষার্থ-বিরোধী**—ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা এই দুইটী পুরুষার্থ-বিরোধী।

(৪) **উপায়-বিরোধী**—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি, উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেয়-তত্ত্বে গৌরব, এই তিনটী উপায়-বিরোধী।

(৫) **প্রাপ্তি-বিরোধী**—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্য গুরূপসত্তি, ভগবদপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃতি প্রাপ্তি-বিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু

ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্য-সাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতর বিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপ-জ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মতে—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্য-রস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণ-দাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণ-দাস্য-রসেও এই অর্থপঞ্চকের উপদেশ-সকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্য-রসে বিশ্রম্ভ ভাব হইলে সখ্য-রস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ ও স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজ-স্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

বেদান্ত দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত সম্পাদিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত-বাচস্পতিকৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমত কি, যে-সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিঞ্ছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈদেশিক ও পুর্ব্ব-মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্য্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। তথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য

ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না, অথবা কোন সদ্‌গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্‌গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রী-ভাষ্য রচনা করেন—এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানবিশেষ। শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি ? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা সফল হইল না, আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে ? শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করতঃ পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদ্গোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দ-ভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্গোবিন্দ-ভাষ্য অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্তমণ্ডলীতে গোবিন্দ-ভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই—ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—তত্র **প্রথমে** লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। **দ্বিতীয়ে** সর্ব্ব শাস্ত্রাবিরোধঃ। **তৃতীয়ে** ব্রহ্মাপ্তি-সাধনানি। **চতুর্থে** তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্ম-নির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমান্ **অধিকারী**। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষমো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণ-গণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়ো-জনস্ত্বশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিস্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি-ভেদাৎ পঞ্চন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন—এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের **সহিত বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে **ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন**। চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই **পুরুষার্থ** উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎ-প্রসঙ্গ-লুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদয়াদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য **বিষয়**,

নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তি-সচ্চিদানন্দ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎ-কারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে **বিষয়, সংশয়, পূর্ব্ব-পক্ষ, সিদ্ধান্ত** ও **সঙ্গতি** এই পাঁচটীই ন্যায়াবয়ব। **অধিকরণ** অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতিকূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষে স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্র-ভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে মনে করেন 'আমি বৈষ্ণব', কিন্তু কি-কি বিষয় জানিলে ও কি-কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।

——:(*):——

সম্বন্ধ-বিচার

(জড়, আত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ)

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নিত্য সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় সমভাব

সারগ্রাহী বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। কালক্রমে এই নিত্যধর্ম্মের নির্ম্মলতা বোধ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ কি? ঐ নির্ম্মলতার উন্নতি বিষয়-নিষ্ঠ নহে—কিন্তু বিচারক-নিষ্ঠ। সূর্য্য সর্ব্বদা সমভাব, কিন্তু দর্শকদিগের অবস্থাক্রমে মধ্যাহ্ন-কালে সূর্য্যকে অধিক উত্তাপদায়ক বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ নির্ম্মল নিত্যধর্ম্ম মানবগণের উন্নত অবস্থায় অধিকতর উন্নতি-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক নিতধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সমান অবস্থায় থাকে। সেই নির্ম্মল নিত্যধর্ম্মের তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বদ্ধ জীবের পক্ষে তিনটী বিষয় বিচার প্রয়োজন

সারগ্রাহী চূড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্য প্রভু কহিয়াছেন যে, "সম্প্রতি মানববৃন্দ বদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় নিত্যধর্ম্মকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক্রমে বিচার করিতে বাধ্য আছেন।" প্রভুর উপদেশক্রমে আমরা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ সম্বন্ধ-বিচারে আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থিতি বোধ

প্রথমে সম্বন্ধ-বিচার। বিচারক স্বীয় আত্মাকে আদৌ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব হইতে বিষয় ও বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচারক বলিতে পারেন যে, যদি আমি নাই তবে আর কিছুই নাই; যেহেতু আমার অভাবে অন্যের প্রতীতি কিরূপে সম্ভব হইত। আত্ম-প্রত্যয়-বৃত্তিদ্বারা বিচারক স্বীয় অস্তিত্ব সংস্থাপন করতঃ প্রথমেই স্বীয় আত্মার ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতা লক্ষ্য করেন। স্বীয় আত্মার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতমাত্রেই কোন বৃহদাত্মার সহায়তা পরিলক্ষিত হয়। আত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান বোধটী আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তির প্রথম কার্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আত্মবোধের অভাবে জীবের জড়াত্মক জ্ঞান, ও ইহা জীবকে 'জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি' মনে করায়

অনতিবিলম্বেই জড়জগতের উপর দৃষ্টিপাত হইলে, বিচারক অনায়াসে দেখিতে পান যে, বস্তু বাস্তবিক তিনটী

অর্থাৎ আত্মা, পরমাত্মা ও জড়-জগৎ। যে-সকল ব্যক্তিগণ আত্মার উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাঁহারা আপনাকে জড়াত্মক বলিয়া সন্দেহ করেন। তাঁহাদের বিবেচনায় জড়ই নিত্য; জড়গত ধর্ম্মসকল অনুলোম-বিলোম-ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি করে এবং তত্তদবস্থা ব্যতিক্রম-যোগে উৎপন্ন-চৈতন্যের অচৈতন্যতারূপ জড়ধর্ম্মে পরিণাম হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের মনে উদয় হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল বিচারকেরা চিৎপ্রবৃত্তি অপেক্ষা জড় প্রবৃত্তির অধিকতর বশীভূত ও জড়ের প্রতি তাঁহাদের যত আস্থা, জ্ঞানের প্রতি তত নয়। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের আশা, ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সকলই জড়াশ্রিত।

আত্মা যুক্তিবহির্ভূত—জড়-জগৎ যুক্তির অধীন

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমাধিস্থ পুরুষদিগের ব্যবহার সমুদয় তাঁহাদের বিচারে চিৎবৃত্তির পীড়া-স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচারের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু তাঁহারা যে-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিষয় বিচার করেন, আমরা সে-বৃত্তি অবলম্বন করিতে স্বীকৃত নহি। তাঁহারা যুক্তি-বৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনই আত্মনিষ্ঠ বিচারে সমর্থ নয়। তদ্বিষয়ে নিযুক্ত হইলে কোনক্রমেই কার্য্যে সমর্থ হয় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে? মাইক্রোফন যন্ত্র দ্বারা কি ছবি দেখা যায়? অতএব যুক্তি-যন্ত্র দ্বারা কিরূপে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইবে? জড়-

জগতের বিষয়সকল যুক্তি-বৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত কোন বৃত্তি দ্বারা লক্ষিত হন না। যুক্তি সৎপথ অবলম্বন করিলে আত্ম-বিষয়ে স্বীয় অক্ষমতা শীঘ্রই বুঝিতে পারে। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক ; কিন্তু জড়জাত যুক্তিবৃত্তি কখনই আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব আমরা যুক্তিবাদীদিগের জড় সিদ্ধান্তে বাধ্য না হইয়া আত্ম-দর্শন-বৃত্তির দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার দর্শন ও বিচার করিব এবং আত্মা ও জড়ের মধ্যগত ক্ষণিক যুক্তি-যন্ত্র-যোগে জড়জগতের তত্ত্ব সংখ্যা করিব।

আত্মা, পরমাত্মা ও জড়—এই বিষয়ত্রয়ের বিচার

আত্মা, পরমাত্মা ও জড় এই তিনটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নামে উক্ত ত্রি-তত্ত্বের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিচারে ত্রি-তত্ত্বের বিচার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করাই প্রয়োজন।

জড় সম্বন্ধে বিচারঃ—সাংখ্য-মতের অলোচনা ও অনুমোদন

সাংখ্য-লেখক কপিলাচার্য্য প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করিয়াছেন। জড় বা অচিত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে কপিলের তত্ত্ব-সংখ্যা বিচার্য্য হইয়া উঠে। আধুনিক জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক যত্নসহকারে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রসকল দ্বারা মূল-ভূত সকলের নাম, ধর্ম্ম ও

রাসায়নিক প্রবৃত্তিসকল বিশেষরূপে আবিষ্কার করতঃ জনগনের প্রাকৃত-জ্ঞান সমৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত বিষয়সকল বিশেষ আদরণীয়, যেহেতু তাঁহারা অর্থরূপে আবিষ্কৃত হইয়া জীবের চরম গতিরূপ পরমার্থের উপকার করিতেছেন। ফলতঃ সমুদয় আবিষ্কৃত বিষয়সকলের আদর করিয়াও সাংখ্যের তত্ত্ব-সংখ্যার অনাদর করিতে হয় না। মূল-ভূত ৬০, ৬৫ বা ৭০ হউক, সাংখ্য-নির্ণীত ক্ষীতি, জল, তেজ প্রভৃতি স্থূল ভূতের সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্য যে ভূত, তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এরূপ প্রাকৃত জগতের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অকর্ম্মণ্য নহে। বরং সাংখ্যের তত্ত্ব-বিভাগটী বিশেষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্থির করা যায়।

গীতায় উল্লিখিত জড়-তত্ত্বের সংখ্যা

বেদান্ত-সংগ্রহরূপ ভগবদগীতা-গ্রন্থেও তদ্রূপ তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষিত হয়। যথা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূলভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আট প্রকার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতিতে আছে। এই সংখ্যায় তন্মাত্রগুলিকে ভূতসাৎ করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সকলকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ

সূক্ষ্ম মায়িক তত্ত্বের সহিত মিলিত করা হইয়াছে। অতএব তত্ত্ব-সংখ্যা সম্বন্ধে ও প্রকৃতি-বিচারে, সাংখ্য ও বেদান্ত ঐক্য আছেন বলিতে হইবে।

মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি এক নহে

এস্থলে বিচার্য্য এই যে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—ইহারা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতির তত্ত্ব। এতদ্বিষয়ে ইউরোপ দেশীয় অল্প সংখ্যক পণ্ডিতেরা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারকে প্রকৃতির ধর্ম্ম বলিয়া আত্মাকে তদতীত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রায়ই মনকে আত্মার সহিত এক বলিয়া উক্তি করেন। ইংলণ্ডিয় বহুতর বিজ্ঞ লোকের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা আত্মাকে মন হইতে ভিন্ন বলিয়া স্থির করেন ; কিন্তু ভাষার দোষে অনেক স্থলে আত্মা শব্দের পরিবর্ত্তে 'মন'—শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের নীচেই এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ;—

> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৫)

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অতিরিক্ত আর একটী পরমেশ্বরী প্রকৃতি বর্ত্তমান আছে। সে প্রকৃতি জীব-স্বরূপা ; যাহার সহিত এই জড় জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। এই শ্লোক পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্ত ভূত, মন, বুদ্ধি ও

অহঙ্কারাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জীব প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ইহাই সারগ্রাহী সিদ্ধান্ত বটে।

চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়ের ধর্ম্ম ও পার্থক্য

এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগতে দুইটী বস্তু লক্ষিত হয় অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ অথবা জীব ও জড়। ইহারা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির পরিণাম বলিয়া বৈষ্ণব-জন-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এখন জড়সত্ত্বার ও জীবসত্ত্বার মান নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। জীবসত্ত্বা চৈতন্যময় ও স্বাধীন-ক্রিয়া-বিশিষ্ট। জড়সত্ত্বা জড়ময় ও চৈতন্যাধীন। বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় নর-সত্ত্বার বিচার করিলে চৈতন্য ও জড়ের বিচার হইবে, সন্দেহ নাই, যেহেতু বদ্ধ জীব ভগবৎ-স্বেচ্ছাক্রমে জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া লক্ষিত হইতেছেন।

নর-সত্ত্বায় অবস্থিত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমূহের স্বরূপ ও তত্ত্ব-বিচার

সপ্তধাতুনির্ম্মিত শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়-জ্ঞানাধিষ্ঠানরূপ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার, অবস্থান-ভাবাত্মক দেশ ও কাল-তত্ত্ব ও চৈতন্য—এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে নর-সত্ত্বায় লক্ষিত হয়। ভূত ও ভূতধর্ম্ম অর্থাৎ তন্মাত্র-নির্ম্মিত শরীরটী সম্পূর্ণ ভৌতিক।

জড়ভূত জড়ান্তরের অনুভব করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু নর-সত্ত্বায় শরীরগত স্নায়বীয় প্রণালী ও দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণাদি বিচিত্র যন্ত্রে কোন প্রকার চিদধিষ্ঠানরূপ অবস্থা লক্ষিত হয়—তাহার নাম ইন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক বিষয়-জ্ঞান ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত-প্রকাশক কোন আন্তরিক যন্ত্রের সহিত যোজিত হয়। ঐ যন্ত্রকে আমরা **মন** বলি। ঐ মনের চিত্ত-বৃত্তি-ক্রমে বিষয়-জ্ঞান অনুভূত হইয়া স্মৃতি-বৃত্তি-ক্রমে সংরক্ষিত হয়। কল্পনা-বৃত্তি দ্বারা বিষয় জ্ঞানের আকার পরিবর্ত্তিত হয়।

বুদ্ধি-বৃত্তি-ক্রমে লাঘব-করণ এবং গৌরব-করণ-রূপ প্রবৃত্তিদ্বয় সহযোগে বিষয় বিচার হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নর-সত্ত্বায় বুদ্ধি ও চিত্তাত্মক মন হইতে জড় শরীর পর্য্যন্ত অহং ভাবাত্মক একটী চিদাভাস সত্ত্বার লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তত্ত্ব হইতে 'অহং ও মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই প্রকার নিগূঢ় ভাব নরসত্ত্বার অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইহার নাম **অহঙ্কার**।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, অহঙ্কার পর্য্যন্ত বিষয়-জ্ঞান প্রাকৃত। অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তি—ইহারা জড়াত্মক নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভূত-গঠিত নহে। কিন্তু ইহাদের সত্ত্বা ভূত-মূলক অর্থাৎ ভূতসম্বন্ধ না থাকিলে ইহাদের সত্ত্বা সিদ্ধ হয় না। ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যাশ্রিত, যেহেতু প্রকাশকত্ব ভাবই ইহাদের জীবনীভূত তত্ত্ব, কেননা বিষয়-জ্ঞানই ইহাদের ক্রিয়া-পরিচয়। এই চৈতন্য ভাব কোথা হইতে সিদ্ধ হয়?

চেতন আত্মার জড়ানুগত্যই দণ্ড-স্বরূপ

আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যসত্ত্বা। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণ বশতঃ পারমেশ্বরী ইচ্ছা-ক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। যদিও বদ্ধাবস্থায় সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়াছে, তথাপি বদ্ধাবস্থার আনন্দাভাব বিচার করিলে এ-অবস্থাকে চৈতন্যসত্ত্বার পক্ষে দণ্ডাবস্থা বলিয়া উপলব্ধি হয়।

মুক্তআত্মা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি চিদাভাস-সঙ্গশূন্য

এই অবস্থায় জীবসৃষ্টি হইয়াছে ও কর্ম্মদ্বারা জীবের ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়—এরূপ বিচারটী আধুনিক পণ্ডিত-দিগের মত হইলেও আত্মপ্রত্যয় বৃত্তিদ্বারা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না। এ-বিষয়ে অধিক যুক্তি নাই, যেহেতু শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে ও পরমেশ্বরের লীলা বিচারে ভূতমূলক যুক্তির গতিশক্তি নাই। এস্থলে এই পর্য্যন্ত স্থির করা কর্ত্তব্য—যে শুদ্ধ আত্মার জড় সন্নিকর্ষে অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপ একটী চিদাভাসের উদয় হইয়াছে। ঐ চিদাভাস, আত্মার মুক্তি হইলে আর থাকিবে না।

আত্মা, মন ও শরীর লইয়াই মনুষ্য-তত্ত্ব

অতএব নরসত্ত্বায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইল অর্থাৎ 'আত্মা', 'আত্মা ও জড়ের সংযোজক চিদাভাস যন্ত্র' ও 'শরীর'। বেদান্ত-বিচারে আত্মাকে জীব, চিদাভাস যন্ত্রকে লিঙ্গ শরীর

ও ভৌতিক শরীরকে স্থূল শরীর বলিয়াছেন। মরণান্তে স্থূল শরীরের পতন হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গ-শরীর, কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস যন্ত্রটী বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী। কিন্তু তাহা শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধজীব চিদানন্দ-স্বরূপ। 'অহঙ্কার' হইতে 'শরীর' পর্য্যন্ত প্রাকৃত-সত্ত্বা হইতে শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা ভিন্ন।

প্রকৃতচিন্তা দূরীভূত হইলে শুদ্ধ-আত্মোপলব্ধি হয়

শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা অনুভব করিতে হইলে প্রাকৃত চিন্তাকে দূর করিতে হয়, কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত চিন্তাই প্রকৃতির অধীন আছে। চিদাভাস হইতে চিন্তার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া চিন্তা ভূতাশ্রয় ত্যাগ করিতে পারে না, অতএব মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্ম-সমাধি অর্থাৎ স্বদর্শন-বৃত্তিদ্বারা আত্ম-তত্ত্ব যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা অহঙ্কার তত্ত্বের নিকট আত্মার স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্ত্বা কিছুমাত্র অনুভব করিতে সক্ষম হন না। বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিবাদিগণ শুদ্ধজীবের সত্ত্বা কখনই উপলব্ধি করিতে পারেন না, অতএব মনকেও তাঁহারা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

আত্মার দ্বাদশ লক্ষণ

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদ উক্তিতে কথিত হইয়াছে—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥
(ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। **অব্যয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ শরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই। **শুদ্ধ** অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব-রহিত। **এক** অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈত-ভাব-রহিত। **ক্ষেত্রজ্ঞ** অর্থাৎ দ্রষ্টা। **আশ্রয়** অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্ত্বা বিস্তার করে। **অবিক্রিয়** অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকার-রহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। **স্বদৃক্** অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে; প্রাকৃত দৃষ্টির বিষয় নয়। **হেতু** অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্ত্বা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতি-মূলক নয়। **ব্যাপক** অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্ত্বা নাই। **অসঙ্গী** অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। **অনাবৃত** অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই

দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত অহং-মম ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

আত্ম-তত্ত্ব-বিচারে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত ও তাহা প্রাকৃত চিদাভাস-নিষ্ঠ

শুদ্ধ জীবের স্থানীয় ও কালিক সত্ত্বা আছে কিনা, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ-বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্ব্বদাই সদাভাসনিষ্ঠ, চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি-শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায় এমত নয়, কিন্তু ভূত, তন্মাত্র, চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায়, প্রকৃতিস্থ অনেক অবস্থাকে চিৎকার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

অপ্রাকৃত দেশ-কাল-তত্ত্বের বিচার

দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্ত্বা-ক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্ত্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে-সকল সত্ত্বা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জ্জিত। ঐ সমস্ত সত্ত্বাই

জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্ত্বা দোষপূর্ণ। অতএব শুদ্ধ দেশ ও কাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশ-কাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে; ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার।

বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব ও আত্মার আবরণ

শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্ত্বার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **সূক্ষ্ম অস্তিত্ব**, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ **লৈঙ্গিক অস্তিত্ব** এবং ভৌতিক অর্থাৎ **স্থূল অস্তিত্ব**। স্থূলবস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব (সূক্ষ্মাস্তিত্ব হইতে) কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না।

শুদ্ধ আত্মার কলেবর ও ক্রিয়া-পরিচয়

শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটী শুদ্ধ দেশকাল-নিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্ত্বা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত অবস্থান-সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মিক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই

স্বরূপের সৌন্দর্য্য, ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্ত্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেন না উহা প্রকৃতি অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণসমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণসমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হয়েন, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় আছে অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব জ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্ত্বা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন, ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ সত্ত্বায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখ-দুঃখরূপ আনন্দ-বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা—তাঁহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়া-প্রকৃতি ও জীব-

প্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তির প্রভাববিশেষ। যেমন জীব সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎ স্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটী শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক। সে সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধচিদ্‌গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধজীবগণ ব্রজবিলাস ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ ও লাভ করিয়া থাকেন।

জীব, পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার

শ্রীরূপ গোস্বামী-বিরচিত "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুঃ" গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু-রূপে জীব-স্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণের ঐ পঞ্চাশটি গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আর দশটী গুণ তাহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্টি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ ভগবচ্ছক্তি-প্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, **এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ-বিচার।** নিম্নলিখিত "ভগবদগীতার" শ্লোক চতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (গীঃ ৭।৪-৭)

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চ তত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতপ্রোত-ভাবে আছে, যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূলতত্ত্ব এক অর্থাৎ ভগবান্।

জীব ও জড় জগৎ শক্তি-পরিণত—বিবর্ত্ত বা ব্রহ্ম-পরিণত নহে

ভগবানের পরাশক্তির ভাব ও প্রভাবক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তি-পরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্ম-পরিণাম-বাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহারা পরাশক্তির ক্রিয়া-পরিণাম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড় পারমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্ন তত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই।

ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ-সমুদায় বিশেষ-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

ভগবৎ-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এবং জীবের বন্ধন-দশা হইতে মুক্তির উপায়

সংক্ষেপতঃ এই বলিতে হয় যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎ সত্ত্বার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্য-বিশেষ, অতএব পরম চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্যবস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায়, পরমেশ্বরগত প্রীতি-ধর্ম্মের বিকারই বিষয়-রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃতরাগ সঙ্কোচ পূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উত্তেজনা করাই শ্রেয়, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই, যে-কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবৎ কৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত জীবনযাত্রা-রূপ জড়সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে; অতএব মুক্তি বা ভুক্তি-স্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। **ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-**

রহিত হইয়া যুক্ত-বৈরাগ্য স্বীকার করতঃ জীবের স্বধর্ম্মানু-শীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য। জড় জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা পরাশক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎ-স্বেচ্ছা সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীবগণের সংস্কার গৃহরূপ) এই জড় ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারা-রক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা; ইহা "গীতাতে" কথিত হইয়াছে। যথা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তি-বিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে-সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারে।

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই

বৈরাগীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়॥ (মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ॥ (মঃ ১২।৫৩)

গৃহস্থ, সন্ন্যাসী দুই প্রকার বৈষ্ণবই জগদ্‌গুরু

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবন্মন্ত্রপ্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ

হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্‌গুরু বলা যায়।

মন্ত্রাচার্য্য গৃহস্থ-গোস্বামী-গুরুর প্রতি উপদেশ

বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চ-পদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণব-দিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ-সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল ব্রতীগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। **গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবেন।** অর্থ-লালসায় পাকে-চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

ভেকধারী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য

ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী-বৃত্তি দ্বারা মাগিয়া-যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কাল-সর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকলপ্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি **ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষভাবে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।** ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন-প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

ভেকধারীদের পাতিত্য-দোষে বৈষ্ণবদের নিন্দা

কতকগুলি ভেকধারীদের দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণব-মাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

অধিকাংশ ভেকধারীই কলি-দোষ-দুষ্ট

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারীর পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব **ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই** আশঙ্কা করিতে হইবে যে, **কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য্য ইহাতে আছে।** আজকাল ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণকালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে? এ-বিষয়ে একটু সাধারণের মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্বর্ণস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত; যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কর্ম্মী ও জ্ঞানী সমাজে শ্রেষ্ঠ

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের

কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল-স্বরূপ স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থ-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত-অভাবসকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

বর্ণাশ্রমী যোগীর সমাজ-কল্যাণ

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করতঃ সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখ লাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

শ্রীবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন ; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'--একই কথা: 'গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্-ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক-লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না ; তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্ম-কামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক

কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়া-কারীগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম-বিচার নিষিদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

ভগবদ্দর্শনে সর্ব্ব সংশয় ও কর্ম্মক্ষয়

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশসংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র দর্শনে বৈষ্ণবের শুদ্ধ পরিচয়

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরারর, যিনি দর্শন করিয়াছেন

তিনিই জানেন যে—শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন ; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন ; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। 'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

বৈষ্ণব জাতি বা সমাজের অন্তর্গত নহেন

আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

(ত্রয়োদশ) অপসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণবের কলঙ্ককারী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছু কাল পরে স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় 'সহায়তা করিবার ছলে' তদপেক্ষা অধিক কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীহরিদাস ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বর্ণবিচার আদরণীয় নহে

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বর-পুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-শিক্ষা প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র—স্বাধীন নহেন

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অভিধেয়-বিচার—কর্ম্ম

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রয়োজন-লাভের তিন শ্রেণীর উপায়

কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয়-বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থ সিদ্ধির যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে-সমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

বিধি ও নিষেধাত্মক কর্ম্মদ্বয়

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-স্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা

যাত্রা, সংসার যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতা পালন ও ঈশ্বর-পূজা—এইপ্রকার কার্য্য-সকল নিত্য কর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃ-বিয়োগ-ঘটনা হইতে তৎ-পরিত্রাণ-চেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমুদায় কাম্য, যথা—সন্তান-কামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

বৈধ কর্ম্মসমূহ ও ভারত তাহার আদর্শ

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতি-শাস্ত্র, দণ্ড-বিধি, দয়া-বিধি, রাজ্য-শাসন-বিধি, কার্য্য-বিভাগ-বিধি, বিগ্রহ-বিধি, সন্ধি-বিধি, বিবাহ-বিধি, কাল-বিধি, ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধিসকলকে ঈশ-ভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসার-বিধি-রূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারত-ভূমি সর্ব্বার্য্যজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে; যেহেতু এই সমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রমরূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধি-বিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশ-ভক্তির সাহায্য

করিতেছে। ভারত নিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্য-কালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনকালে) অপরাপর জাতির বিচার শক্তির সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারত-ভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অনেক দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

স্বভাবানুযায়ী বর্ণ-বিভাগ ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের অধিকার

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের ধর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বভাব, ক্ষত্র-স্বভাব, বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্র-স্বভাব। তত্তৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তৎ বর্ণ নিরূপণ করিলেন। ভগবদ্গীতার শেষে বর্ণিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ (গীঃ ১৮।৪১)

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে।

স্বভাব-জাত বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্ম বিভাগ

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম-কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গীঃ ১৮।৪২)

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই **নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।**

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বর-ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ (গীঃ ১৮।৪৩)

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধ নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব, এই **সাতটী মাত্র স্বভাবজ কর্ম্ম।**

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
(গীঃ ১৮।৪৪-৪৫)

কৃষিকার্য্য, **পশুরক্ষা** ও বাণিজ্য—এই **তিন বৈশ্য স্বভাবজ কর্ম্ম।** নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্র স্বভাবজ কর্ম্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধি লাভ করেন।

সংসারী ব্যক্তির অবস্থাক্রমে চারিটী আশ্রম নিরূপিত

এইপ্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন যে, সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থাক্রমে আশ্রয় নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত বক্তিগণকে **গৃহস্থ,** ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষগণকে **ব্রহ্মচারী,** অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-গৃহীত পুরুষদিগকে **বানপ্রস্থ** ও সর্ব্বত্যাগীদিগকে **সন্ন্যাসী** বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন।

কোন্ বর্ণের কোন্ কোন্ আশ্রমের অধিকার ও বর্ণাশ্রম বিধির চমৎকারিতা

বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রমসকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করতঃ স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করতঃ তাঁহাদের অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রগত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র উপসংহারে সমস্ত বিধির আলোচনা করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী সংসার-যাত্রা বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্য-বুদ্ধি হইতে যত প্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ণাশ্রম বিরোধের প্রধান কারণদ্বয়

ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কিয়ৎ পরিমাণে অবিবেচনা-পূর্ব্বক ও কিয়ৎ পরিমাণে ঈর্ষাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকবৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। **স্বদেশ-বিদ্বেষই** তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানে অভাব ও **বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণ-প্রিয়তাও** প্রধান কারণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বংশগত বর্ণবিচার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি ? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায় উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা দোষ-শূণ্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে ? **আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও শান্ত-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ।**

গুণগত বর্ণ-নিরূপণের উপায়

প্রাচীন রীতি ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে **কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন।** বর্ণ নিরূপণ-কালে বিচার্য্য ছিল এই যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষ-জনিত পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কার-সময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে

ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে-সময় হইতে অন্ধ-পরম্পরা নামমাত্র-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্য-যশঃ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন;—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
(ভা: ৭।১১।৩৫)

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়—ইহাও কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখন ব্যবস্থা হইতে পারে না।

স্মার্ত্তদিগের হস্ত হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা করাই স্বদেশ-হিতৈষীতা

সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধ-পরম্পরা-পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্ম-শাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায়, যে-বিপদ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সু-বিধানের

মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশ-হিতৈষীতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

স্বদেশ-হিতৈষিগণের প্রতি প্রাচীন শাস্ত্র-মর্য্যাদা স্থাপনের নির্দ্দেশ

অতএব হে স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মাগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ-ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তি-সন্ততি-স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতি-নিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! **বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকলপ্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে, ইহা আমার বলা বাহুল্য।** ঈশ্বর-ভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মিগণ কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় মনে করেন

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী

পণ্ডিতেরা অভিধেয়-বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজন সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধ জীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

ঈশ্বরে ফলার্পণদ্বারা কর্ম্ম শুদ্ধতা লাভ করিলে উহা অভিধেয় হয়

যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্ম-সকলে পারমেশ্বরী ভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম, পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা ভাগবতে—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ (ভাঃ ১।৫।৩২)

কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব-বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্ম-জ্ঞান-যোগদ্বারা ঈশ্বরে ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে এবং ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব-সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বর পূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বর-পূজা। কাম্য কর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি ইহাতে

ঈশ্বর-ভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

অভিধেয়-বিচার—জ্ঞান

জড়জনিত কর্ম্ম ও প্রাকৃত গুণ স্তব্ধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না

জ্ঞানও পরমার্থ সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম জড়াতীত, জীবাত্মাও জড়াতীত। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম যদিও সংসার ও শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায় অজড়তা সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্ত-নিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু জড়াশ্রিত-কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য-ফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টাদ্বারাই কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা করতঃ প্রকৃতির সমস্ত সত্ত্বা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্ম-সমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্মসম্পত্তির সাধন করিতে হয়।

ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞানের মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল দুঃখজনক

যেকাল পর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান থাকে সেকাল পর্য্যন্ত শারীর-কর্ম্মমাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞান-বাদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ভগবৎ-জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। নির্ব্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং আত্মা মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়েন। এই প্রকার সাধনটী ভগবৎ-জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ভগবদ্গীতায় ভক্তির উদ্দেশ্যে ভগবান্ কহিয়াছেন ;—

> যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
> সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
> সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
> তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
> ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (গীঃ ১২।৩-৫)

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌কেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্ত চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেমনা শরীরী বদ্ধজীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদি গতি দুঃখ-জনক হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্য—ভগবৎ-জ্ঞানে পর্য্যবসান

এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানানু-শীলনদ্বারা জীবের জড়বুদ্ধি দূর হইলে, পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ কৃপাবলে চিদগত বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট-ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড় জগতের ভাবসকল নর-সমাধিকে এতদূর দূষিত করে যে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়া সমাধির প্রথম অবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়-যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধি-চক্ষে বৈকুণ্ঠস্থ 'বিশেষ' দেখিতে পান। তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শন-শক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া আধ্যাত্মিক নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। এই স্থলে ব্রহ্ম-জ্ঞানটী ভগবৎ-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবৎ-জ্ঞানোদয় হইলে, তদ্রহস্য পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। অতএব পরমার্থ প্রাপ্তির সাধক-রূপ জ্ঞান, অভিধেয়-তত্ত্বের অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট আছে। ভগবৎ-জ্ঞানালোচনা করিলে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতা প্রয়োজন-রূপা বিশুদ্ধা প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞানের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থাদ্বয়

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থাই ভগবৎ-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ।

জ্ঞানের অজ্ঞান-রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা

প্রাকৃত পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবৎ-জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবৎ-বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাবসকলকে ব্রহ্মবোধ করেন। ইহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে যথা —

> এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
> মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥
> অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণম্।
> অনাদি-মধ্য-নিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্ ॥
> অমুনি ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
> উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥
>
> (ভাঃ ২।১০।৩৩-৩৫)

মহী প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূল-রূপ আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সূক্ষ্ম রূপ কল্পিত

হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিতসকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত রূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ উভয়ই অজ্ঞান-জনিত ও পরস্পর বিবদমান।

জ্ঞানের অজ্ঞান-রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা

যুক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করতঃ তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই **অতিজ্ঞান**-জনিত চেষ্টাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না; যথা ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত্য যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

হে অরবিন্দাক্ষ! জ্ঞান-জনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরম ফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-মুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞান-বশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন।

অতিজ্ঞান-বাদের খণ্ডনে চারিটী সদ্‌যুক্তি

সদ্‌যুক্তি দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না।

নিম্ন-লিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্ম নির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মা সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেননা, এমত অসৎ সত্ত্বার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীন-তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পর-ব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে, আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধন-রূপ 'বিশেষ' নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্ত্বা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয়; ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। 'বিশেষ' নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ ঘটে না।

মায়াবাদ-শতদূষণী গ্রন্থে এ-বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে, দৃষ্টি করিবেন।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিচারে ক্রম-বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিধি জানিতে পারিলে তত্তৎ সম্প্রদায় বিরোধ থাকে না। আদৌ আত্মার 'বেদন'-ধর্ম্মই *উঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটী ব্যাপ্তি। ১। বস্তু*

ও তদ্ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি। ২। রসানুভবাত্মক ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান, উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম অনুভব সময়ে আস্বাদক ও আস্বাদ্যগত যে একটি অপূর্ব্ব রসানুভূতি হয়, তদাত্মক ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটি বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়! অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতি-রূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। পক্ষান্তরে প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। জ্ঞান-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে। কিন্তু উহা নীরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ করতঃ সম্পূর্ণ আনন্দ-বর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলেও জ্ঞান-ব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।
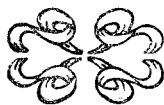
অভিধেয়-বিচার—ভক্তি

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধানা ও তাঁহার স্বরূপলক্ষণ

অভিধেয়-বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তি-মীমাংসা-গ্রন্থে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—

"ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে"

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। বদ্ধ জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরূপ যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানরূপা। ভক্তি আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে, এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপাক হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূল তত্ত্ব ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণন করা এই উপসংহারে সম্ভব নয়। অতএব মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, শাণ্ডিল্য-সূত্র, ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি

ভক্তি-শাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় ভক্তি সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হইবেন।

ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা-ভেদে ভক্তি দুই প্রকার

প্রীতির ন্যায় ভক্তি-প্রবৃত্তি দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্য-যুক্ত পরম-পুরুষ, সর্ব্ব-রাজ-রাজেশ্বরভাবে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য ও সনাতন ; পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা, মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাঁহাতে স্বরূপ-সিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটি প্রবল হয়, তখন ভগবৎ সত্ত্বায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। ঐশ্বর্য্য-ভাব লীন হইলে, সেই ভগবৎসত্ত্বা উচ্চোচ্চ রসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎ সত্ত্বাও তখন ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ, পরমানন্দ-ধাম, সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়।

নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষতা

নারায়ণ-সত্ত্বা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্ত্বা উদয় হইয়াছে, এরূপ

নয়; কিন্তু উভয় সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তি-ভেদে প্রকাশ-ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ রসমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তি-তত্ত্বে, প্রীতিতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় এবিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

তত্ত্ব-বস্তু তিন প্রকার—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবান্ই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে, যথা ভাগবতে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌-জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতীত **ব্রহ্ম** প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয়-স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক স্বরূপটি জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞান-লাভই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদন-অবস্থা ব্রহ্মে উদয় হয় না, যেহেতু ততত্ত্বে আস্বাদক-আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই।

দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা-সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও পৃথকতার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয় স্বরূপাভাবে পরমাত্মাতত্ত্ব কেবল কূটসমাধি-যোগের বিষয় হন। এস্থলে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ উপলব্ধি হয় না।

অতএব ভগবানই একমাত্র অনুশীলনীয় বিষয় বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ মধ্যে এক-একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎ-স্বরূপ, জীব-সমাধিতে প্রকাশ হয়। যতপ্রকার ঈশ্বর-নাম ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ম্মল্য-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারমহংস্য সংহিতার 'ভাগবত' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান্ই সর্ব্ব গুণাধার।

ভগবৎ-তত্ত্বের মূল ছয়টী গুণ

মূল-গুণ বাস্তবিক ছয়টী ভগ-শব্দবাচ্য, যথা পুরাণে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গণা॥ (বিঃ পুঃ ৬।৫।৪৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব এই ছয়টীর নাম গুণ। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনি ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ বা গুণসমষ্টি নন, কিন্তু কোন স্বরূপবিশেষ, যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, ভগবৎ-স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান আছে।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—পরস্পর বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধযুক্ত

ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপে আস্বাদনের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদক-প্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটী গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে-পরিমাণে একটী বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব্ব হয়।

মাধুর্য্যের চমৎকারিতা

মাধুর্য্য-স্বরূপ সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়। এবম্ভূত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরম তত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্য্যরস-কদম্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত কেবল মাধুর্য্যেরই অভিধেয়তা সিদ্ধ

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কিনা, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা বর্ণন-সময়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন যথা ঃ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১২)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণ-রাস-প্রাপ্তি স্বতঃ-সিদ্ধ, কিন্তু কোমল-শ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণ-বিকারময়। মায়িক গুণ উপরতির জন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্ব্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের উপরম হইয়াছিল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন;—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৪)

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা—এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্য মঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎ-সত্ত্বার মাধুর্য্যময় স্বরূপ-ব্যক্তিত্বই সর্ব্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের

মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েরই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়। কোমল-শ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মজ-গুণময় সত্ত্বা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ উদ্দীপন উপলব্ধিমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-রাস-মণ্ডলে প্রবেশ করেন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও নারায়ণের অনুশীলন অপেক্ষা কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।৯)

উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ—'অনুশীলন'। কাহার অনুশীলন? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না—ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাঁহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সাকল্য-প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না।

নারায়ণ শান্ত-দাস্য-রসাস্পদ—সখ্য-বাৎসল্য-মধুরের নহে

জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে

ভগবৎ-জ্ঞানের উদয়কালে, **শান্ত** নামক একটী রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণ-পর। কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস সম্বন্ধবোধ হইতে একটী **দাস্য** নামক রসের কার্য্য হইতে থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণ স্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর-রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিবে যে, "সখে আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহ-সূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কেই বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণ-নাথ, আমি তোমার পত্নী।"

দীন-হীন জীবের ঐশ্বর্য্য ও উন্নত জীবের মাধুর্য্য-উপাসনা

মহারাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্য-পতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র দীন-হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য পদার্থ পরম দয়ালু ও বিলাস-পরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহপূর্ব্বক ঐ সকল উচ্চ-রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তি-প্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তির পূর্ণ-লক্ষণ এবং উহা কর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা আবৃত নহে

অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তির পূর্ণ লক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনের স্বধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি-বাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোনক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন, স্বভাবতঃ কাম ও জ্ঞানরূপী হইবে; কিন্তু কর্ম্ম-চর্চ্চা ও জ্ঞান-চর্চ্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত্ত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তৎ চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

প্রয়োজন-বিচার

বদ্ধ জীবের মনোবৃত্তি

বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়, কেন না জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাবসকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার অভাবে ক্রন্দন করেন, কখনও জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া হা-হুতাশ করিতে থাকেন, কখন বা কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখন বলেন—আমি মরিলাম, কখন বলেন—আমি ঔষধ সেবন করিয়া বাঁচিলাম, কখন বা সন্তান বিনাশ হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন অট্টালিকা নির্ম্মান করতঃ তাহাতে বসিয়া মনে করেন—আমি রাজরাজেশ্বর হইয়াছি, কখন কতকগুলি নরসত্ত্বার হিংসা করিয়া মনে করেন—আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা তারযন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। কখন বা একখানি চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া

আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেলগাড়ী রচনা করিয়া আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ করতঃ জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তি চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন। কখন কখন কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদান করতঃ অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা! এইসব কার্য্য কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করতঃ বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, তাঁহার এইসকল ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কোথায় হরিপ্রেমামৃত, কোথায় বা কামিনী-সম্ভোগ-জনিত তুচ্ছ সুখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গ, কোথায় বা চিত্তবিকারকারিণী রণসজ্জা।

পরমেশ্বরের নিকট অপরাধহেতু ত্রিতাপ

আহা! আমরা বাস্তবিক কি, এখনই বা কি হইয়াছি; এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তাহাতে আমাদের এরূপ অসদ্গতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্ম-গ্লানিই আমাদের অপরাধ।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-সূত্রের নাম প্রীতি

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ ইহার গঠন সামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ-সূত্র, তাহার নাম প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতি-সূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতি-ধর্ম্মটী চিদ্গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র।

ভগবদ্বিস্মৃতিহেতু জীব মায়া-কারাগারাবদ্ধ

জীব যখন ভ্রমজালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবা-সুখ হইতে পরাঙ্মুখ হন, তখন মায়িক জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎ প্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সমৃদ্ধি করিতেছে।

ধর্ম্মালোচনাই বর্ত্তমানে প্রয়োজন

এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মালোচনাই একমাত্র প্রয়োজন। যে-পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি, সে-পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্ম-বৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, লুপ্ত হইতেও পারে না; কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তি

ভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে।

মুক্তি সাধ্য বা প্রয়োজন নহে

মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসার-যন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন।

প্রীতিই প্রয়োজন ও তাহার লক্ষণ

মংকৃত দত্তকৌস্তুভ গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্ম্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণম্॥

অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ আকর্ষিত হয়, তদ্রূপ অচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটি স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক উপাধিশূন্য, তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল ও নির্ম্মায়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনই আমাদের প্রয়োজন।

প্রীতি

প্রীতি-শব্দের মাধুর্য্য

প্রীতি—এই শব্দটী বড়ই মধুর। উচ্চারিত হইবামাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটি তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ-নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

জীবমাত্রই প্রীতির বশ

প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন, স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা নহে। প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয়-বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয়, সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষত: স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা

নিজের প্রিয়—তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানব-জীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

ভুক্তি ও মুক্তির প্রতি প্রীতিহেতুই তাহাদের অন্বেষণ

পরমার্থ-তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধনধান্য, রাজ্য-সম্পদ্, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত, অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব-দেবত্বে ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তি-বাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ-বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তির অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতি-লাভের আশা করেন। মুক্তিবাঞ্ছা-প্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে প্রীতি-লাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভ শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রীতি সম্বন্ধে চণ্ডীদাস

বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিধি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল "পি"।
রসের সাগর মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী"॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল,
তাহে ভিঁয়াইল "তি"।
সকল সুখের এ তিন আখর,
তুলনা দিব সে কি?
যাহার মরমে পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরীতি না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি-বন্ধন বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

জড়বস্তু চিদ্বস্তুর ছায়া

পদার্থ দুই প্রকার, চিৎ ও জড়। চিদ্বস্তুই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহার কিয়ৎ স্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূলবস্তুরূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

প্রীতিই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, এবং সেই প্রীতির বিকৃতি জড়ে লক্ষিত হয়

চিৎ পদার্থে কি-ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত-রূপে জড় বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, 'আকর্ষণ ও গতি' তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত-ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি ?

প্রীতির স্বরূপ

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভুচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার

ছায়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণেই জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই। প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গতি-শক্তি দ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডলসকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণ-বিকর্ষণ

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধ জীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনন্ত। তাহা প্রীতি-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্রীতি ধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে, অথচ **প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতাবশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়।** জড় জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে একবস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহৎ জড় ক্ষুদ্র জড়কে টানে। সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্

থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।১।৩) বলিয়াছেন ;—

স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥

জড় সূর্য্যাদি ও চিৎ সূর্য্যাদির পার্থক্য

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছি। সে-সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড় জগতে ঐ সমস্ত হেয়-পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক।

প্রীতিই চিজ্জগতের ধর্ম্ম

এখন দেখুন, চিজ্জগতের মূলধর্ম্ম প্রীতি। অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন ;—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে-জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে-জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে ॥

'পিরীতি' 'পিরীতি' তিনটী আখর
পি-রী-তি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত॥"

সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জীবকে মণ্ডলাকারে আকর্ষণ ও তাঁহার নিত্যরাস

চিন্ময় বৃন্দাবন-বিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলা-পরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে **মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস।** তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধন-সিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময় লীলাই প্রীতি-ধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

মুক্তজীব কৃষ্ণাকর্ষণে অধিক আকৃষ্ট

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন, তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও

বদ্ধ। মুক্তজীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ, মুক্ত জীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্।

বদ্ধজীব কৃষ্ণাকর্ষণে আকৃষ্ট না হইবার কারণ

বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ, তাঁহাদের প্রীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড়সুখ-সমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমানন দ্বারা জড় পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি চেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া, এইরূপ প্রলাপ-বাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-সুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্ম-জগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন।

বদ্ধজীব বিবেক, বৈরাগ্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলে কৃষ্ণাকৃষ্ট হন

বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও

কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব, তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা :—

কানু যে জীবন, জাতি প্রাণধন,
এ দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম-বঁধূ বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম-করম,
মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হৈঞা পিরীতি-আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করম কপালে আছিলা
বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
থাক্ ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া॥

পড়সী দুর্জ্জন বলে কুবচন,
না যাব সে লোক, পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরীতি
জাতি-কুল-শীল ছাড়া॥

স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের স্বভাব

জীব এ-জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটি নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূল দেহে অহংজ্ঞান-প্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য বা অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন। কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান, ধন্য পরিবর্ত্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটি মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন, আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড সংসার পত্তন করিতেছেন। সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যা সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার

নিজ পরিচয় হইতে কতদূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দুর্দ্দশা। কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ব্বরাগ, অভিসার ও মিলন

এস্থলে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে ঐ ভাবটী এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মষু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১।২১১)

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধিবদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এই প্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণী শক্তি স্মরণ, বংশীনাদ শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদয় হয়। উদিত-পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতিয়াশয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

শুদ্ধা ও অশুদ্ধা প্রীতি

চিজ্জগৎরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া

জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে, সেইরূপ চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহা জড়-বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। সুতরাং মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাবগত-প্রীতি—শুদ্ধ-প্রীতির বিকৃতিমাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে আনুরক্তি, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতি শব্দের অর্থ ; যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৫।৬)—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। (ইত্যুপক্রম্য) ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতমিতি।

প্রেমের আদর্শ

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড় জগতে ও লিঙ্গ জগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট গমনপূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী ! স্ত্রীলোক-দিগের তত্ত্বতঃ পতি কামনায় পতি প্রিয় হন না, কিন্তু সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্ম-কামনায় প্রিয় হয়। সুতরাং জড় জগতে ও লিঙ্গ শরীরে বিরাগ-প্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়বস্তু যে আত্মা, তাঁহাকে

দর্শন, মনন ও তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান-লাভ করিবে; তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে-কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্ম-সম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়—অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মপ্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধা প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। **বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম, কেবল আত্মপ্রেমের বিকারমাত্র।** আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫)

কৃষ্ণপ্রীতিই চরম উপদেশ

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহাগুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান-ইতি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাইসকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন্।